POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد
وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

The Weekly BADAR Qadian Bangla

www.akhbarbadarqadian.in

খণ্ড 3

সংখ্যা 18

গ্রাহক চাঁদা
বাৎসরিক ৫০০ টাকা

সম্পাদক:
তাহের আহমদ মুনির

সহ-সম্পাদক:
মির্যা সফিউল আলাম

বৃহস্পতিবার 3রা মে, 2018 16 শাবান 1439 A.H

আল্লাহ্‌র বাণী

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا
كُلُوۡا مِنۡ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقۡنٰكُمۡ
وَاشۡكُرُوۡا لِلّٰهِ اِنۡ كُنۡتُمۡ اِيَّاهُ تَعۡبُدُوۡنَ

'হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা পবিত্র বস্তুসমূহ হইতে আহার কর, যাহা আমরা তোমাদিগকে দিয়াছি; এবং আল্লাহ্‌র শোকরগুযারী কর, যদি তোমরা কেবল তাঁহারই ইবাদত করিয়া থাক' (আল-বাকারা: ১৭৩)

আহমদীয়া সংবাদ

সৈয়্যেদানা হযরত আমীরুল মোমিনীন খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আইঃ) আল্লাহ্‌র কৃপায় কুশলে আছেন। আলহামদো লিল্লাহ। জামাতের সদস্যবৃন্দ হুযূর আনোয়ারের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু এবং তাঁর যাবতীয় মহান উদ্দেশ্যাবলী পূর্ণ হওয়ার জন্য ও তাঁর নিরাপত্তার জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। আল্লাহ তা'লা সর্বদা হুযুরের রক্ষক ও সাহায্যকারী হন। আমীন।

খোদা আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'তুমি ও যাহারা তোমার গৃহের চারি প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিবে, যাহারা পূর্ণরূপে তোমার অনুসরণ করিবে ও অনুগত থাকিবে এবং প্রকৃত তাকওয়ার সহিত তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহারা সকলেই প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে।

অবশেষে মানুষ বিস্মিত হইয়া একথা স্বীকার করিবে যে, অন্যদের তুলনায় ও মোকাবিলায় খোদা তা'লার সহায়তা এই সম্প্রদায়ের সাথে রহিয়াছে এবং আপন বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাহাদিগকে এইরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন যাহার কোন নজির নাই।

বাণীঃ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)

لَنۡ يُّصِيۡبَنَاۤ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ۚ هُوَ مَوۡلٰٮنَا ۚ وَعَلَى اللّٰهِ فَلۡيَتَوَكَّلِ الۡمُؤۡمِنُوۡنَ○

"খোদা তা'লা আমাদিগের জন্য যাহা লিখিয়াছেন তাহা ব্যতীত অন্য কোন বিপদ আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনিই আমাদের কার্য নির্বাহক ও অভিভাবক। শুধু তাঁহারই উপর মোমেনদের ভরসা করা উচিত। (সূরা তওবা: আয়াত: ৫১)

আমাদের কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত যে, মহান ইংরেজ সরকার আপন প্রজাদের প্রতি দয়াপরবশ হইয়া পুনরায় তাহাদিগকে প্লেগ হইতে রক্ষা করিবার জন্য টিকা দেওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন এবং খোদার সৃষ্ট মানুষের কল্যাণার্থে কয়েক লক্ষ টাকার ব্যয় ভার নিজ মাথায় বহন করিয়াছেন। ইহা এমন এক কার্য যাহার জন্য বুদ্ধিমান প্রজাগণের পক্ষে সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনপূর্বক স্বাগত জানানো একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি এই টিকার প্রতি সন্দিহান হইবে, সে বস্তুতঃ বড়ই নির্বোধ এবং নিজ প্রাণের শত্রু। কেননা, বার বার অভিজ্ঞতার আলোতে ইহা দেখা গিয়াছে যে, এই সতর্ক ও সাবধান সরকার কোন মারাত্মক চিকিৎসা প্রচলন করিতে চাহেন না বরং বহু পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যাহা প্রকৃতই ফলপ্রদ বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহাই ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। প্রজাদের সত্যিকারের মঙ্গল কামনা করিয়া সরকার লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করিতেছেন ও করিয়াছেন, আর তাহার প্রতিদানে সরকারের এই অর্থ ব্যয় ও চেষ্টার অন্তরালে কোন স্বার্থ রহিয়াছে বলিয়া সন্দেহ করা বুদ্ধিমত্তা ও মনুষ্যত্বের পরিপন্থী। হতভাগ্য সেই প্রজাবর্গ, যাহারা কু-ধারণায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছে! ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে, এ পর্যন্ত জাগতিক উপকরণসমূহের মধ্যে যত ভাল প্রতিকার এই মহান সরকারের হস্তগত তন্মধ্যে টিকাই হইতেছে সর্বোত্তম এবং সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিকার। এই প্রতিকারটি যে ফলপ্রদ তাহা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। উপকরণসমূহের ব্যবহারে নিরত থাকিয়া এবং উহাকে কার্যকর করিয়া তাহাদিগের প্রাণনাশের দুশ্চিন্তা হইতে সরকারকে মুক্ত করা সকল প্রজার কর্তব্য। কিন্তু আমরা এহেন দয়াবান সরকারের নিকট সবিনয় নিবেদন করিতে চাই যে, আমাদের জন্য যদি এক ঐশী বাধা না থাকিত, তাহা হইলে প্রজাদের মধ্যে সর্ব প্রথম আমরাই টিকা গ্রহণ করিতাম। ঐশী বাধাটি এই যে, খোদা তা'লা এই যুগে মানবের জন্য তাঁহার এক ঐশী রহমতের নিদর্শন দেখাইতে ইচ্ছা করিয়াছেন। তাই তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছেন, 'তুমি ও যাহারা তোমার গৃহের চারি প্রাচীরের অভ্যন্তরে থাকিবে, যাহারা পূর্ণরূপে তোমার অনুসরণ করিবে ও অনুগত থাকিবে এবং প্রকৃত তাকওয়ার সহিত তোমাতে বিলীন হইয়া যাইবে, তাহারা সকলেই প্লেগ হইতে রক্ষা পাইবে। এই শেষ যুগে ইহা খোদা তা'লার নিদর্শন হইবে যার দ্বারা তিনি সম্প্রদায়গুলির মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করিয়া দেখাইবেন। কিন্তু যাহারা তোমার পূর্ণ অনুসরণ না করিবে তাহারা তোমার মধ্য হইতে নহে। তাহাদের জন্য চিন্তিত হইও না, ইহা আল্লাহ্‌র আদেশ।' অতএব, আমার নিজের ও আমার গৃহের চারি প্রাচীরের বেষ্টনীর মধ্যে বসবাসকারীগণের কাহারও টিকা গ্রহণের আদৌ কোন প্রয়োজন নাই। কেননা, যেমন এখনই আমি বলিয়া আসিয়াছি যে, আকাশ ও পৃথিবীর যিনি অধিপতি, কোন কিছুই যাঁহার জ্ঞান ও আয়ত্বের বাহিরে নহে, দীর্ঘকাল পূর্বে সেই খোদা আমার প্রতি এই ওহী (প্রত্যাদেশ) অবতীর্ণ করিয়াছেন যে, 'আমি এই গৃহের চারি প্রাচীরে মধ্যে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তিকেই প্লেগের মৃত্যু হইতে রক্ষা করিব। এই শর্তে যে, সকল বৈরী মনোভাব পরিত্যাগ করিয়া পূর্ণ একনিষ্ঠ, অনুগত ও বিনয়ী হইয়া তাহাদিগকে বয়াত গ্রহণ করিতে হইবে এবং খোদা আদেশ ও তাঁহার মানুষের (প্রত্যাদিষ্ট পুরুষের) সম্মুখে যাবতীয় অহঙ্কার, বিদ্রোহ ভাব, ঔদ্ধত্য, ঔদাসীন্য, আত্মগরিমা ও আত্মশ্লাঘা পরিহার করিয়া আমার শিক্ষানুযায়ী জীবন যাপন করিতে হইবে।' তিনি আমাকে সম্বোধন করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, কাদিয়ানে সাধারণভাবে এইরূপ ভয়াবহ ধ্বংসকারী প্লেগ হইবে না যাহাতে মানুষ কুকুরের ন্যায় মরিবে এবং ভয় ও বিহ্বলতায় পাগল হইয়া যাইবে। সাধারণভাবে এই জামাতের সমস্ত লোক, সংখ্যায় তাহারা যত অধিকই হউক না কেন, বিরুদ্ধবাদীগণের তুলনায় প্লেগ হইতে নিরাপদ থাকিবে। কিন্তু তাহাদের মধ্যে যাহারা পূর্ণরূপে আপন প্রতিশ্রুতিতে অবিচল থাকিবে না কিংবা যাহাদের সম্পর্কে খোদা তা'লার জ্ঞানে অন্য কোন গোপন কারণ নিহিত আছে, তাহারা প্লেগে আক্রান্ত হইতে পারে। কিন্তু অবশেষে মানুষ বিস্মিত হইয়া একথা স্বীকার করিবে যে, অন্যদের তুলনায় ও মোকাবিলায় খোদা তা'লার সহায়তা এই সম্প্রদায়ের সাথে রহিয়াছে এবং আপন বিশেষ অনুগ্রহে তিনি তাহাদিগকে এইরূপভাবে রক্ষা করিয়াছেন যাহার কোন নজির নাই। এই কথা শুনিয়া কোন অজ্ঞ ব্যক্তি হয়তো চমকিত হইবে, কেহ বা হাস্য করিবে, কেহ আমাকে পাগল বলিবে; আর কেহ এই ভাবিয়া বিস্মিত হইবে যে, বাস্তবিকই কি এইরূপ খোদা আছেন যিনি বিনা উপকরণেও অনুগ্রহ বর্ষণ করিতে পারেন। এই কথার জবাব ইহাই-হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে এই রূপ শক্তিশালী খোদা মজুদ আছেন। যদি তিনি এইরূপ না হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তগণ জীবজন্তুই মরিয়া যাইতেন। তিনি আশ্চর্য শক্তি সম্পন্ন এবং তাঁহার পবিত্র কুদরত সমূহ বিস্ময়কর। একদিকে স্বীয় বন্ধুগণের বিরুদ্ধে তিনি শত্রুগণকে কুকুরের মত লেলাইয়া দেন, অপর দিকে

এরপর শেষের পাতায়.......

প্রিন্টার ও পাবলিশার জামিল আহমেদ নাসের ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস কাদিয়ান থেকে মুদ্রণ করে আখবার বদর কাদিয়ান অফিস থেকে প্রকাশ করছে: প্রো: তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

২০১৬ সালে সৈয়্যদানা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামেস (আই.)-এর ডেনমার্ক সফর এবং কর্মব্যস্ততার বিবরণ

যুক্তরাষ্ট্র থেকে আগত যুবক মুরুব্বীদের একটি দলের সঙ্গে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর সাক্ষাত

হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা নিজেদের সন্তানদের জন্য নিজেরাও দোয়া করুন তাদের তরবীয়তের জন্য চেষ্টা অব্যাহত রাখুন। রাতারাতি এই সমস্ত দোষত্রুটি দূর হওয়া সম্ভব নয়। ধৈর্য্য এবং সাহসিকতার পরিচয় দিতে হবে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত দোষত্রুটি জন্ম নিয়েছে সেগুলিও রাতারাতি হয় নি। এটি দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছে। আপনারা অন্ততঃপক্ষে সন্তানদেরকে এম.টি.এ-তে আমার খুতবার সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দিন। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.)এর দরস, আমার নতুন ও পুরাতন উভয় খুতবা সম্প্রচারিত হয়, এছাড়াও ভাষণাদি রয়েছে। যদি এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ততা থাকে তবে আমীর অথবা কোন পদাধিকারীর প্রতি কোন অভিযোগ থাকলেও এম.টি.এর কারণে জামাত থেকে দূরে সরে যাবে না আর জামাতের সঙ্গে সম্পর্ক দূর্বল হবে না। আপনি যদি জামাতের সঙ্গে এবং খিলাফতের সঙ্গে দূরত্ব তৈরী করে নেন, তবে এই সন্তানরা নষ্ট হয়ে যাবে। নিজের বাড়িতে সন্তানদেরকে এম.টি.এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত জরুরী।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি যদি মনে করেন যে, আমীর বা কোন পদাধিকারের মধ্যে কোন ত্রুটি রয়েছে বা তার আচরণ যথাযথ নয় এবং মানুষের প্রতি অনমনীয় আচরণ করে, তবে আপনাদের তার জন্য দোয়া করা উচিত, আল্লাহ্ তা'লা যেন তার ভুল সংশোধন করে দেন এবং তার আচরণে পরিবর্তন এনে দেন অথবা আমরা যদি কোন ক্ষেত্রে ভ্রান্তিতে থাকি তবে আল্লাহ্ যেন আমাদের সংশোধন করে দেন।

হুযুর বলেন, অভিযোগ অনুযোগকে নিজেদের পরবর্তী প্রজন্মের উপর মন্দ প্রভাব ফেলতে দিবেন না। আপনার কাছে যদি কোন বিষয় জামাতের ব্যবস্থাপনার পরিপন্থী হয় তবে, যুগ খলীফাকে লিখুন। এমনটি করার মাধ্যমে আপনি নিজেদের কর্তব্য থেকে মুক্ত হয়ে যান।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনাদের পিতা ও পিতামহরা ধর্মকে আগলে রেখেছিলেন আর তারা জামাতের ব্যবস্থাপনাকেও রক্ষা করে এসেছেন। অনুরূপভাবে আপনাদেরকে ধর্ম এবং জামাতের ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করে চলা উচিত।

হুযুর বলেন, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডা থেকে অঙ্গ সংগঠনগুলির অধীনে শয়ে শয়ে আনসার ও খুদ্দামদের পদাধিকারীরা লন্ডনে এসে থাকে। দুই দিন এখানে অবস্থান করেন। তাদের সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, ফিরে গিয়ে তাদের মধ্যে আমুল পরিবর্তন দেখা দেয়।

আপনারাও নিজেদের পদাধিকারী, আনসার ও খুদ্দামদের প্রতিনিধি দল লন্ডনে নিয়ে আসুন। খোদা তা'লা নিরাপত্তার ব্যবস্থার মধ্যে এক গভীর প্রভাব রেখেছেন। বর্তমানে এম.টি.এর অনুষ্ঠানাদি ইন্টারনেটেও সম্প্রচারিত হচ্ছে। এগুলির সঙ্গে তাদেরকে সম্পৃক্ত করে দিন, এর ফলে তারা সংযুক্ত থাকবে।

হুযুর বলেন, আপনার রাতে উঠে নিজেদের সন্তানের জন্য দোয়া করুন। সন্তান যখন অসুস্থ হয়, আপনারা তার জন্য ব্যাকুল হয়ে দোয়া করেন। কিন্তু সন্তান যদি আধ্যাত্মিকভাবে অসুস্থ হয়, তবে কি আপনি সিজদায় অনুরূপভাবে ব্যাকুল হয়ে দোয়া করেন? আপনারা দোয়া করলে, আল্লাহ্ তা'লা সন্তানের পক্ষে দোয়া গ্রহণ করে থাকেন। এই জন্য সন্তানদের জন্য দোয়া করুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যদি কোন পদাধিকারী জামাতের জন্য ক্ষতিকারক হয়ে থাকে, তবে যেহেতু এটি খোদা তা'লার জামাত, তাই একদিন জামাত সেই পদাধিকারী থেকে মুক্তি পায়। খোদা তা'লার ব্যবস্থাপনাকে রক্ষা করেন। খোদা তা'লাই এই জামাত প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং তিনিই এর রক্ষাকর্তা।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমাদের সকলে মিলে সম্মিলিত চেষ্ট করতে হবে। খুদ্দাম, আনসার এবং জামাতী ব্যবস্থাপনা সকলে মিলে কাজ করবে। সকলে মিলে কাজ করলে জামাত দ্রুত উন্নতি করবে। আল্লাহ্ তা'লা আপনাদেরকে সকলকে এর তৌফিক দান করুন। আমীন।

আনসারুল্লাহ্র ন্যাশনাল আমেলার সঙ্গে এই বৈঠক ৮টা ২৫ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

৮ই মে, ২০১৬

ন্যাশনাল মজলিসে আমেলা খুদ্দামুল আহমদীয়ার সঙ্গে হুযুর আনোয়ারের বৈঠক

দোয়ার পর হুযুর আনোয়ার মোতামেদকে জিজ্ঞাসা করেন যে, এখানে খুদ্দামদের মজলিস সংখ্যা কত? মোতামেদ উত্তর দেন, এখানে চারটি মজলিস রয়েছে এবং তাদের প্রত্যেকের কাছ থেকে রিপোর্ট আসে।

হুযুর আনোয়ার ওয়াকারে আমল মুহতামিমের কাজকর্ম প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করেন যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা নিয়মিত মসজিদ পরিস্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ করে থাকি। নতুন বছরের সূচনাতে আমরা শহরে সাফাই অভিযান চালাই আর মসজিদ নির্মাণের সময়ও একাধিক সাফাই অভিযান চালানো হয়েছে।

মুহতামিম খিদমতে খালক নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, এবছর আমরা শহরে দুই বার খাদ্য শিবিরের আয়োজন করেছিলাম। এছাড়াও ক্যান্সার আক্রান্ত শিশুদের পরিবারের জন্য একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে মিলিত হয়ে অর্থ সংগ্রহ করা হয়েছে। 'মুসলিম ফর পীস' ব্যানারের অধীনে আমরা এই প্রকল্পটি করেছিলাম এবং এতে এক লক্ষ ছাব্বিশ হাজার পাউন্ড সংগৃহীত হয়েছিল।

মুহাসিব নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, আমাদের এযাবৎ হিসাবপত্র সম্পূর্ণ রয়েছে। সমস্ত হিসাবের অডিট করা হয়ে থাকে।

মুহতামিম সেহত ও জিসমানীর কাছে হুযুর আনোয়ার রিপোর্ট তলব করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, আমরা স্পোর্টসের জন্য হলঘর ক্রয় করার চেষ্টা করছি। হুযুর বলেন, আপনারা যে হলঘর তৈরী করেছেন সেখানেই স্পোর্টসের ব্যবস্থা করুন কিম্বা সেটি লাজনাদেরকেই দিয়ে দিন, সেটি তারাই ব্যবহার করুক।

মুহতামিম তরবীয়কে হুযুর আনোয়ার তাদের পরিকল্পনার বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, হুযুর আনোয়ারের খুতবার সারাংশ Whatsapp এ পাঠানো হয় এবং এটি গ্রুপে পাঠানো হয়। হুযুর জানতে চান এই গ্রুপে কেবল আমেলার সদস্যারাই রয়েছেন না কি সমস্ত খুদ্দামদেরকে এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন যে, নিজের গ্রুপে সমস্ত খুদ্দামকে অন্তর্ভুক্ত করুন এবং সকলকে খুতবা পাঠান। অন্ততঃপক্ষে সমস্ত খুদ্দাম খুতবা শুনবে। খুতবা শোনার অভ্যেস গড়ে তুলুন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, অনেকে অভিযোগ রয়েছে যে, এখানকার খুতবা কর্কশ প্রকৃতির এবং এর মাধ্যমে ভর্ৎসনা করা হয়। আমার খুতবায় তো কাউকে ভর্ৎসনা করা হয় না। আমার খুতবা শুনে নিও আর এখানকার খুতবা সহন করে নিও।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খোঁজ নিয়ে দেখুন যে আপনার আমেলার মধ্যে কতজন পাঁচ ওয়াক্তের নামায পড়ে। হুযুর আনোয়ার আমেলার সদস্যদের জিজ্ঞাসা করেন, আজকে ফজরের নামায কে কে পড়েছে? আমেলার সদস্যগণ হাত তোলে। কয়েকজন বলেন, সেই সময় আমরা ডিউটিতে ছিলাম। হুযুর বলেন, আপনাদের সংকল্প ছিল বা-জামাত নামায পড়ার। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ' ইন্নামাল আমালে বিন্নিয়াত'। অর্থাৎ কর্মের ফলাফল নির্ভর করে নিয়্যত বা সংকল্পের উপর। অতএব সবসময় খোদা তা'লাকে সাক্ষী রেখে কাজ করবেন। এক ব্যক্তি হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কে প্রশ্ন করেন যে, আমাকে বলে দিন যে আমার জন্য কি কি করণীয় আর কি কি বিষয় বর্জনীয়। এর উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন: আল্লাহ্কে ভয় কর আর সব কিছু কর।'। যখন অন্তরে খোদাভীতি সৃষ্টি হয়, তখন মানুষ সেই কাজই করে যা আল্লাহ্ তা'লা চান।

হুযুর আনোয়াার বলেন, নামায প্রতিষ্ঠা এবং কুরআন করীমের তিলাওয়াতের উপর বেশি গুরুত্ব দিন। আমি প্রত্যেক খুতবায় এ বিষয়ের উপর কোন না কোন প্রসঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকি। খোদা তা'লার উপর ঈমান আনার পর নামায কায়েম করার নির্দেশ রয়েছে। আর্থিক কুরবানী ও আনুষঙ্গিক বিষয়াদি পরে আসে। অতএব নামাযের অভ্যাস গড়ে তুলুন। নিয়মিত কুরআনের তিলাওয়াত করুন এবং অনুবাদ পড়ুন। যতক্ষণ পর্যন্ত অনুবাদ আয়ত্ত হবে না, আপনি কুরআন করীমের অর্থ এবং এর বিধি-নিষেধ সম্পর্কে অবগত হবেন না।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুবকদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিন। জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি সেগুলিকে বাস্তবায়িতও করুন। জামাত এবং খিলাফতের সঙ্গে প্রত্যেকের সম্পর্ক থাকা বাঞ্ছনীয়। আপনার সংশ্লিষ্ট মজলিসের সেক্রেটারীকে তৎপর করে তুলুন এবং যুবকদের একটি দল গঠন করুন যারা নিজেদের সাথী-সঙ্গীদেরকে কাছে টেনে আনবে। মনমালিন্য থাকলেও মসজিদের সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। খিলাফতরে সঙ্গে সম্পর্ক রাখুন। আপনি এই কাজগুলি করতে পারেন,

এরপর নয়ের পাতায়....

জুমআর খুতবা

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্‌র সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর স্নেহ-ভালবাসাপূর্ণ ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর উল্লেখ হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর দোয়ার কল্যাণে বাগানের ফলে অসাধারণ বরকত এবং ঋণ পরিশোধের জন্য বিশেষভাবে যত্নবান থাকার নির্দেশ

সিরিয়ার মাননীয় বিলাল আদলবী সাহেব এবং করাচির সাবেক সদর লাজনা মাননীয়া সেলিমা মীর সাহেবার মৃত্যু। মরহুমীনদের প্রশংসনীয় গুণাবলীর উল্লেখ এবং জানাযা গায়েব।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক লন্ডনের বায়তুল ফুতুহ মসজিদ থেকে প্রদত্ত ২৩ শে মার্চ, ২০১৮, এর জুমুআর খুতবা (২৩ আমান , ১৩৯৭ হিজরী শামসী)

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيمِ - بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ۔ مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ۔ اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ۔

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ۔ صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ۔

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:মহানবী (সা.)-এর এক সাহাবী ছিলেন হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্। তিনি হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামের পুত্র ছিলেন। আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারাম সেই সাহাবী যার স্মৃতিচারণের প্রেক্ষাপটে কয়েক জুমুআ পূর্বে আমি বলেছিলাম যে, তার শাহাদতের পর মহানবী (সা.) বলেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাকে জিজ্ঞেস করেছেন যে, তোমার কোন বাসনা আছে কি? তুমি বল, আমি তা পূর্ণ করতে চাই। তিনি বলেন, হে আল্লাহ্! আমার বাসনা হলো জীবিত হয়ে পুনরায় যেন পৃথিবীতে ফিরে যাই এবং আবার তোমার পথে শাহাদত বরণ করি। এটি যেহেতু খোদার প্রতিষ্ঠিত রীতি ও নিয়মের পরিপন্থি, তাই আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি তো সম্ভব নয়। কেননা মৃতদেরকে পুনরায় পৃথিবীতে ফেরত পাঠানো হয় না। (সুনান তিরমিযি, আবওয়াব তাফসীরুল কুরআন) এছাড়া যদি অন্য কোন বাসনা থাকে তবে বল। যাহোক এর মাধ্যমে তার ত্যাগ ও কুরবানীর মান এবং তার প্রতি খোদার অসাধারণ ব্যবহারের ধারণা পাওয়া যায়।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বিন উমর বিন হারাম এক অতি মর্যাদাবান সাহাবী পিতার পুত্র ছিলেন। তিনি শৈশবেই উকবার দ্বিতীয় বয়আতের সময় বয়আত করেছিলেন।

(আসাদুল গাবা, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৯২)

হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর বিন হারামের স্মৃতিচারণে এটিও উল্লেখ করা হয়েছিল যে, তিনি তার পুত্রকে বলেছিলেন, ইহুদীর কাছ থেকে নেওয়া আমার এক ঋণ রয়েছে, আমার শাহাদতের পর তা সেই বাগানের ফল বিক্রি করে পরিশোধ করে দিও।

(সহী বুখারী, কিতাবুল জানায়েয) (উমদাতুল ক্বারী শারাহ সহী বুখারী, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২৪৪)

প্রথা অনুসারে তিনি সেই ঋণ পরিশোধ করেন। এছাড়াও সেই যুগে বাগান এবং ফসলের বিপরীতে ঋণ নেওয়ার রীতি ছিল। হযরত জাবেরও তার ব্যয় নির্বাহের জন্য ঋণ করতেন। এ সংক্রান্ত একটি বিশদ ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যে, ঋণ পরিশোধের সময় তিনি ইহুদীকে বলেন, বাগান থেকে উপার্জন বা আয় কম হয়েছে বা কম ফলন হওয়ার কারণে আয় স্বল্প হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে, তাই ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কিছুটা ছাড় দাও, কিছুটা এ বছর নাও আর কিছুটা আগামী বছর নিও। কিন্তু সেই ইহুদী কোন প্রকার সুবিধা প্রদানে সম্মত ছিল না। এই দুশ্চিন্তা নিয়ে হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ মহানবী (সা.)-এর কাছে আসেন বা রসূলে করীম (সা.) এ সম্পর্কে অবগত হন। মহানবী (সা.) সেই ইহুদীর কাছে সুপারিশ করেন কিন্তু সে মানে নি। এরপর রসূলে করীম (সা.) ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে কীভাবে সেই সাহাবীর প্রতি কৃপা প্রদর্শন করেন, দোয়া করেন আর আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে কৃপা করেন- এর উল্লেখ বিভিন্ন রেওয়ায়েতে পাওয়া যায়। এখানে এটিও স্পষ্ট করতে চাই যে, কেউ কেউ বলে হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন আমর অর্থাৎ হযরত জাবেরের পিতা ঋণ পরিশোধের বিষয় নিয়ে এই ঘটনাটি বর্ণনা করেন। তিনি তার পুত্রকে ঋণ পরিশোধের বিষয়ে নসীহত করেছিলেন। যাহোক তখন ফলন কম হয় আর ঋণ পরিশোধ করা ছিল কঠিন। আমি যেমনটি বলেছি, বিষয়টি মহানবী (সা.)-এর নিকট পৌঁছায়। বুখারী শরীফে যে হাদীস রয়েছে তা থেকে বোঝা যায় যে, এটি পরের অন্য কোন সময়ের ঘটনা। যাহোক বিভিন্ন সাহাবীর প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ এবং তাঁর (সা.) দোয়া গৃহীত হওয়া-সংক্রান্ত নিদর্শন এর মাধ্যমে দেখা যায় তা যেভাবেই বর্ণনা করা হোক না কেন।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, মদীনায় এক ইহুদী বসবাস করত, যে আমার খেজুর বাগানের নতুন ফসল ঘরে আসাকে সামনে রেখে আমায় ঋণ দিত। আমার এই জমি 'রোমা' নামক কূপের কাছে অবস্থিত ছিল। একবার বছর কেটে যায় কিন্তু ফলন কম হয় আর পুরোপুরি পাকেও নি। ফল পাকার মৌসুমে সেই ইহুদী রীতি অনুসারে ঋণ ফেরত নেওয়ার জন্য উপস্থিত হয় অথচ সেই বছর আমি কোন ফসল সংগ্রহ করি নি। তিনি বলেন, আমি তার কাছে এক বছরের অবকাশ চাই কিন্তু সে অবকাশ দিতে অস্বীকৃতি জানায়। তার দূরভিসন্ধি ছিল যে, এভাবে হয়ত পুরো বাগানই তার হস্তগত হবে। মহানবী (সা.) এই ঘটনা সম্পর্কে অবগত হন এবং সাহাবীদের বলেন, চল! জাবেরের জন্য আমরা ইহুদীর কাছে অবকাশ চাই। তিনি কয়েকজন সাহাবীকে সাথে নিয়ে আমার বাগানে আসেন এবং ইহুদীর সাথে কথা বলেন কিন্তু মহানবী (সা.) কে সম্বোধন করে সেই ইহুদী বলে, হে আবুল কাশেম! আমি এই অবকাশ দিব না। ইহুদীর এই আচরণ দেখে তিনি (সা.) খেজুরের বৃক্ষগুলো একবার প্রদক্ষিণ করেন এবং পুনরায় সেই ইহুদীর সাথে কথা বলেন, কিন্তু সে অবকাশ দিতে পুনরায় অস্বীকৃতি জানায়। তিনি বলেন, ইত্যবসরে আমি বাগান থেকে কিছু খেজুর সংগ্রহ করে এনে মহানবী (সা.)-এর সামনে উপস্থিত করলে তিনি তা গ্রহণ করেন এবং বলেন, জাবের! তোমার কুঁড়ে ঘরটি কোথায়? (বাগানে আরাম করার জন্য ছোট্ট কুঁড়ে ঘর হয়ে থাকে।) আমি উত্তর দিলে তিনি (সা.) আমাকে বলেন, আমার জন্য সেখানে চাটাই বিছিয়ে দাও যেন আমি কিছুক্ষণ তাতে আরাম করতে পারি। তিনি বলেন, আমি নির্দেশ পালন করি। তিনি (সা.) সেখানে ঘুমিয়ে পড়েন। জাগ্রত হওয়ার পর আমি পুনরায় এক মুষ্ঠি খেজুর নিয়ে আসি। তিনি (সা.) তা থেকে কয়েকটি খান এবং পুনরায় দণ্ডায়মান হন আর ইহুদীর সাথে কথা বলেন, কিন্তু সে মানে নি। এরপর তিনি (সা.) পুনরায় বাগান প্রদক্ষিণ করেন এবং আমাকে বলেন, জাবের! খেজুর গাছ থেকে ফসল সংগ্রহ আরম্ভ কর আর ইহুদীর ঋণ পরিশোধ কর। আমি খেজুর সংগ্রহ করা আরম্ভ করি, এ সময় তিনি খেজুর বাগানে দাঁড়িয়ে থাকেন। তিনি বলেন, আমি ফল সংগ্রহ করে ইহুদীর পুরো ঋণ পরিশোধ করি এবং আরো কিছু খেজুর রয়ে যায়। আমি হুযূর (সা.)-এর নিকট এই শুভ সংবাদ প্রদান করলে তিনি (সা.) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি আল্লাহ্‌র রসূল।

(সহী বুখারী, কিতাবুল আতইমা)

এই নিদর্শন যা প্রকাশ পেয়েছে এবং এই যে অলৌকিক ঘটনা ঘটেছে এর কারণ হলো, খোদা তা'লা আমার দোয়া গ্রহণ করেন এবং আমার কাজকে আশিসমণ্ডিত করেন। অতএব এতে মহানবী (সা.)-এর স্নেহ এবং দোয়া গৃহীত হওয়ার কল্যাণে ফসলের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ার দৃষ্টান্ত দেখি

আর এর পাশাপাশি ঋণ পরিশোধের জন্য সাহাবাদের মাঝে ব্যাকুলতাও পরিলক্ষিত হয়। অতএব এই স্পৃহাই একজন প্রকৃত মু'মিনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। কোন কোন সময় এখানকার সমাজে আমাদের চোখে পড়ে যে, আহমদী আখ্যায়িত হয়েও অনেকেই এর প্রতি যত্নবান থাকেনা এবং ঋণ পরিশোধ করতে গিয়ে গড়মসি করতে থাকে, বছরের পর বছর কেটে যায়, মামলা মোকদ্দমা চলতে থাকে। তাই আমাদেরও সব সময় স্মরণা রাখা উচিত আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর এই বাক্য স্মরণ রাখা উচিত যে, 'আমার হাতে বয়আত করার পর সাহাবীদের জীবনাদর্শ নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন কর, সেগুলো অবলম্বন কর।' কেবল তবেই সেই সুন্দর সমাজ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যা মসীহ্ ও মাহদী আসার পর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ছিল।

(মালফুযাত, ৭ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪১৩)

ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত জাবেরের পক্ষ থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু এর পূর্বে একটি ঘটনা শোনাতে চাই। কোন কোন রেওয়ায়েত অনুসারে, ঋণ পরিশোধ হয়ে গেছে যখন এটি জানা যায় , তখন হযরত উমর (রা.) সেখানে আসেন। হযরত উমরকে সম্বোধন করে মহানবী (সা.) বলেন, একে জিজ্ঞেস কর, কী ঘটেছে? তিনি (রা.) বলেন, জিজ্ঞেস করার প্রয়োজন নেই, আপনি যখন বাগানে একবার প্রদক্ষিণ করেন তখনই আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, এখন তার পুরো ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। আর দ্বিতীয়বার যখন বাগান প্রদক্ষিণ করেন তখন আমার বিশ্বাস আরো দৃঢ়তা লাভ করে।

(সহী বুখারী, কিতাবুল ইসতেকরায)

যেভাবে আমি বলেছি, ঋণ পরিশোধ সম্পর্কে হযরত জাবেরের পক্ষ থেকে একটি ঘটনা বর্ণনা করা হয়ে থাকে। একজন সাহাবীর দুই দিনার ঋণ ছিল, তিনি পরলোকগমন করেন। এজন্য মহানবী (সা.) তার জানাযা পড়াতে অস্বীকৃতি জানান, তখন অপর এক সাহাবী জামানত বা নিশ্চয়তা দেন যে, আমি ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব নিচ্ছি, এরপর মহানবী (সা.) জানাযা পড়ান। পরের দিন যে ব্যক্তি দায়িত্ব নিয়েছেন তাকে মহানবী (সা.) জিজ্ঞেস করেন যে, তুমি যে দুই দিনার পরিশোধের দায়িত্ব নিয়েছিলে তা পরিশোধ করেছো কিনা?

(মসনদ আহমদ বিন হাম্বিল, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১০৪-১০৫)

অতএব এই হলো ঋণ পরিশোধের গুরুত্ব। এ বিষয়ে এক চিন্তা ও উৎকণ্ঠা থাকা উচিত। কিন্তু হযরত জাবেরের পক্ষ থেকে এই ঘটনাও পাওয়া যায় যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, কোন মু'মিন যদি সম্পদ রেখে যায় তাহলে তা তার পরিবার পরিজন পায় আর কেউ যদি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা যায় এবং সম্পত্তিও থাকে, আর পরিত্যাক্ত সম্পত্তি যদি ঋণ পরিশোধের জন্য পর্যাপ্ত না হয় অথবা যদি সহায় সম্বলহীন সন্তান-সন্ততি রেখে যায় তাহলে তার সহায় সম্বলহীন সন্তান সন্ততির দেখাশোনা এবং ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করা হবে। (সহী মুসলিম, কিতাবুল জুমা)

অর্থাৎ সরকার বা রাষ্ট্র এটি করবে, দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা এটি করবে। এতিমের লালনপালন এবং ভরণপোষণের ব্যবস্থা করার জন্য ইসলামে অনেক বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। এ কারণেই তিনি বলেছেন, এটি সরকারের বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। এই যে দুটি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, এর একদিকে তিনি (সা.) এমন ব্যক্তির জানাযা পড়াতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন, যিনি দুই দিনারের ঋণগ্রস্ত ছিলেন আর অপরদিকে তিনি বলেন, এটি আমার দায়িত্ব অথবা সরকার বা রাষ্ট্রের দায়িত্ব। মনে হচ্ছে এ দুটি ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রের কথা। প্রথমত যারা বিনা কারণে ঋণ করে তাদের বোঝানোর জন্য যে, ঋণের অসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে আর তার প্রিয়জন ও নিকটাত্মীয়ের এই দায়িত্ব পালন করা উচিত। অপর দিকে এটিকে ইসলামী রাষ্ট্রের দায়িত্ব আখ্যা দিয়ে বলা হয়েছে যে, এতিম শিশুদের লালনপালন আর মৃত ব্যক্তির সম্পত্তি যদি ঋণ পরিশোধের জন্য যথেষ্ট না হয় তাহলে তা পরিশোধের ব্যবস্থা করা উচিত। অতএব এটি হলো ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য এক শিক্ষা, যা মহানবী (সা.) আমাদেরকে দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ ইসলামী রাষ্ট্রের কীভাবে প্রজাদের খেয়াল রাখা উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজ ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতে প্রজাদের অধিকার সবচেয়ে বেশি পদদলিত হচ্ছে।

হযরত জাবেরের প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ-সংক্রান্ত আরেকটি ঘটনা দেখা যায়। বর্ণনাকারী বলেন, আমি হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ আনসারীর কাছে যাই এবং তাকে বলি, আপনি মহানবী (সা.)-এর কাছে যে কথা শুনেছেন তা বর্ণনা করুন। হযরত জাবের বলেন, এক সফরে আমি তাঁর সাথে ছিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আমি জানি না এটি যুদ্ধের সফর ছিল নাকি উমরার সফর। যাহোক আমরা মদীনায় ফিরে আসলে মহানবী (সা.) বলেন, যারা তাদের পরিবারের কাছে তাড়াতাড়ি ফিরে যেতে চায় তারা যেতে পারে। হযরত জাবের বলতেন, এটি শুনে আমরা দ্রুত যাত্রা করি। আমি আমার এক উটে আরোহিত ছিলাম, যার রং ছিল খাকি বা মেটে, কোন দাগ ছিল না। মানুষ আমার পিছনে ছিল। আমি এভাবে এগিয়ে যাচ্ছিলাম এমন সময় আমার উট আড়ি ধরে, সামনে যেতে অস্বীকৃতি জানায়, আমার চালানোর চেষ্টা সত্ত্বেও সেটি পা তুলছিল না। এটিকে দেখে মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, জাবের! দৃঢ়ভাবে উটের পিঠে বস, একথা বলে তিনি উটের গায়ে তাঁর চাবুক দ্বারা এক বার আঘাত করলে উট নিজের জায়গা থেকে লাফিয়ে চলতে আরম্ভ করে আর এরপর দ্রুতগতিতে চলতে থাকে। তিনি (সা.) বলেন, এই উট কি বিক্রি করবে? আমি বললাম, জি হ্যাঁ, বিক্রি করব। আমরা যখন মদীনায় পৌঁছি মহানবী (সা.) তাঁর বেশ কয়েকজন সাহাবীর সাথে মসজিদে প্রবেশ করেন, আমিও সাথে যাই আর এই উটকে মসজিদের সামনে পাথরের মেঝের এক প্রান্তে বেঁধে রাখি এবং বলি, এটি এখন আপনার উট। তিনি (সা.) বাহিরে আসেন আর সেই উটের চর্তুদিকে প্রদক্ষিণ করে বলেন, এটি আমাদের উট। মহানবী (সা.) স্বর্ণের বেশ কয়েকটি 'অওকিয়া' পাঠান এবং বলেন, এগুলো জাবেরকে দিয়ে দাও। এরপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি পুরো মূল্য পেয়েছ? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন, এই মূল্য এবং এই উট উভয়ই তোমার। (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) রসূলে করীম (সা.) স্নেহপরবশ হয়ে উটও তাকে ফেরত দেন আর মূল্যও পরিশোধ করেন।

এর একটি কারণ এটিও হতে পারে যে, এক রেওয়ায়েত অনুসারে এই উটটি পানি বহনের জন্য ব্যবহৃত হতো। হযরত জাবেরের মামা এবং তার আত্মীয়স্বজনরাও এটি ব্যবহার করত আর তারা এ আপত্তিও করছিল যে, তুমি এটি কেন বিক্রি করলে, এখন আমরা কীভাবে পানি আনব? (সহী বুখারী, কিতাবুল জিহাদ) যাহোক, এটি ছিল স্বীয় সাহাবীদের প্রতি মহানবী (সা.)-এর স্নেহ আর যারা বিশেষ ত্যাগ স্বীকার করেছেন এমন সাহাবীদের সন্তান সন্ততিদের প্রতিও তিনি (সা.) এই স্নেহ প্রদর্শন করতেন।

আল্লাহ্ তা'লা এসব সাহাবীর পদমর্যাদা উন্নীত করুন। সাহাবীদের বিভিন্ন ঘটনা আমি শুনিয়ে থাকি, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের তৌফিক দিন, আমরাও যেন তাদের পুণ্যকে নিজেদের জীবনে বাস্তবায়ন করতে পারি।

সংক্ষিপ্ত এই খুতবার পর এখন আমি দুজন নিষ্ঠাবান প্রয়াত আহমদীর স্মৃতিচারণ করব। প্রথম জন হলেন সিরিয়া নিবাসী জনাব বেলাল ইদলিবী সাহেব। সম্প্রতি সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন এবং ২০১৮ সনের ১৭ মার্চ রাত দেড়টার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে ইন্তেকাল করেন, ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেঊন। । বেলাল সাহেব ১৯৭৮ সনে জন্ম গ্রহণ করেন। মরহুমের যখন বয়স ১৭ বছর ছিল, তখন তার আহমদী ভাই তাকে ডাক্তার মুসাল্লাম দরুবী সাহেবের কোম্পানিতে চাকুরি দেন। সেখানে তিনি জামা'ত এবং আহমদীয়াতের সাথে পরিচিত হন, কিছুকাল পর তিনি বয়আত করেন। ডাক্তার সাহেব বলেন, সিরিয়ায় আমরা ২০১০ থেকে বিভিন্ন আহমদী বাড়িতে নামায আদায় করে আসছিলাম। এ বছর আমরা কাদিয়ান থেকে ফিরে আসার পর আমি সেই গ্রুপের সাথে নামায পড়া আরম্ভ করি যারা বেলাল সাহেবের বাড়িতে নামায পড়ত। তিনি আমার কারণে বয়আত করেছিলেন, এ কারণে গভীর উৎসাহ ও উদ্দীপনার সাথে আমাকে স্বাগত জানান। আতিথেয়তার অভ্যাস তার পূর্ব থেকেই ছিল কিন্তু এ জন্য তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন যে, আপনার কারণে আমি আহমদীয়াতের পথ পেয়েছি আর সব সময় তিনি এই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন। জামা'তের প্রেসিডেন্ট সাহেব তার সম্পর্কে লিখেন, বেলাল সাহেবের স্পোর্টস গার্মেন্টস-এর দোকান ছিল। তিনি সব অভাবী ভাইদের কাপড় দিয়ে সাহায্য করতেন, এমনকি তার দোকানে কাপড় না থাকলে অন্য কোন স্থান থেকে ক্রয় করে কাপড় সংগ্রহ করতেন। খুবই আত্মাভিমানী ছিলেন। কোন আহমদীকে এই অবস্থায় দেখা পছন্দ করতেন না যে, তার কাছে পরিধানের কোন কাপড় থাকবে না বা তার কোন অস্বচ্ছলতা থাকলে সকল প্রকার অস্বচ্ছলতা দূর করার চেষ্টা করতেন। নিজের সন্তানসন্ততির প্রতিও খুবই যত্নবান ছিলেন। তাদেরকে ভালো স্কুলে ভর্তি করিয়েছেন। মরহুমের ইন্তেকালের দুদিন পূর্বে আমরা তার ঘরে নামায পড়ছিলাম, তখন সেক্রেটারী মাল সাহেব বলেন, তিনি ওসীয়্যত, তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদের সকল প্রদেয় চাঁদা আদায় করে দিয়েছেন। বরং নতুন যে জমি

ক্রয় করেছিলেন তা-ও ওসীয়্যতভুক্ত করেছেন। নিয়মিত চাঁদার হিসাব রাখতেন, চাঁদা প্রদান করতেন, মানব সেবার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন, নামায ও ইবাদত সময় মত আদায়ের ব্যাপারে সচেষ্ট ছিলেন, খিলাফতের সাথে সুগভীর সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। প্রতিটি খুতবা শুনতেন, বরং প্রে সিডেন্ট সাহেব বলেন, পরের সপ্তাহে আমি যখন খুতবার সারাংশ শুনাতাম তিনি মুখ ঢেকে কাঁদা আরম্ভ করতেন আর সব সময় বলতেন, মনে হয় যেন যুগ-খলীফা আমার সম্পর্কে বা আমাকে সম্বোধন করে কথা বলছেন। শোকসন্তপ্ত পরিবারে ১১ বছর বয়স্ক এক পুত্র এবং ১২ বছর বয়স্কা এক কন্যা তিনি রেখে গেছেন। তার বড় ভাই আহমদী, জার্মানিতে বসবাস করছেন, কিন্তু দুই ভাই এবং এক বোন আহমদী নয়। ভয়াবহ বিরোধিতাও ছিল। যখন তার জানাযার সময় আসে আল্লাহ্ তা'লা যে ব্যবস্থা করেছেন তা হলো, তার ভাই বলেন, আপনারা আহমদীরা জানাযা পড়ে নিন, আমাদের মসজিদে এসেই জানাযা পড়ুন কোন বাধা নেই। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় অনেকেই আমাদের পিছনে তার জানাযা পড়েছে।

দ্বিতীয় স্মৃতিচারণ সেলিমা মীর সাহেবার, যিনি করাচি লাজনা ইমাইল্লাহ্র সাবেক প্রেসিডেন্ট ও আব্দুল কাদের ডার সাহেবের স্ত্রী ছিলেন। তিনিও ২০১৮ সনের ১৭ মার্চ তারিখে ৯০ বছর বয়সে ইহধাম ত্যাগ করেন। তার পিতা হলেন গুজরাতের শেখুপুরা নিবাসী মীর এলাহী বক্স সাহেব, যিনি সাহাবী ছিলেন। তিনি বয়আত করেছেন ১৯০৪ সনে। তার মাতা মরিয়ম বেগম সাহেবা কাদিয়ানের মাদ্রাসাতুল খাওয়াতিন থেকে শিক্ষার্জন করেছিলেন। কুরআন পড়ানোর গভীর আগ্রহ ছিল তার। সেলিমা মীর সাহেবার বিয়ে হয় ১৯৪০ সনে। পাক-ভারত বিভাজনের পর তিনি করাচি স্থানান্তরিত হন। ১৯৬১ সনে তারা ইরান চলে যান, সেখানে ৩/৪টি আহমদী পরিবার বসবাস করত, তাদের জন্য নামাযে জুমুআ এবং সভা ইত্যাদির ব্যবস্থা করেন। তার স্বামীর ইন্তেকাল হয় ১৯৬৪ সনে। এরপর তিনি করাচিতে তার ভাই মীর আমানুল্লাহ্ সাহেবের কাছে চলে আসেন। আট সন্তান সন্ততির লালন পালনের পাশাপাশি নিজেও লেখাপড়া আরম্ভ করেন এবং বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। একই সাথে লাজনা অফিসেও কাজ করা আরম্ভ করেন। চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার কাজ করতেন। এরপর বিভিন্ন পদে তিনি করাচিতে লাজনা ইমাইল্লাহ্র কাজ করার সৌভাগ্য লাভ করেন। ১৯৮১ সনে যখন মুনতাযেমা কমিটি গঠিত হয়, হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) তাকে মুনতাযেমা কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। তিনি বলেন, হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস আমাকে যখন এই কমিটির প্রেসিডেন্ট নিযুক্তির ঘোষণা দেন তখন আমার ওপর অদ্ভুত অবস্থা বিরাজমান ছিল। আমি হতভম্ব ছিলাম আর ভাবছিলাম, এই দায়িত্ব কীভাবে পালন করব? তিনি বলেন, এক দিকে ইমামের আনুগত্য অপর দিকে আমার অযোগ্যতা আর ব্যাপক পরিসরে কাজের অভিজ্ঞতা না থাকার বিষয়টিও দৃষ্টিপটে ছিল। তিনি বলেন, কাকুতি মিনতির সাথে আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, কাজ আরম্ভ করি, অল্প কিছুদিন পর পর মজলিসে আমেলার মিটিং ডাকা আরম্ভ করি। বিভিন্ন জামা'তে সফর করি আর তাদের সবার সামনে আনুগত্য ও ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ততা এবং ইসলামী নৈতিক চরিত্রে সজ্জিত হওয়া, বিদআতের বিরুদ্ধে জিহাদ করা এবং অন্যায় আপত্তি করা থেকে সম্পূর্ণভাবে বিরত থাকার বিষয়ে (তরবীয়ত করি।) বিশেষ করে অনেক মহিলাদের অভ্যাস থেকে থাকে, আজকাল পুরুষদের মাঝেও অনেক বেশি এমন অভ্যাস দেখা যায়, বিনা কারণে ব্যস্থাপনার বিরুদ্ধে আপত্তি করে। তিনি বলেন, আমাদের মজলিসে কোন প্রকার আপত্তি উত্থাপন করা উচিত নয়। অধিক হারে ইস্তেগফার করার প্রতি বার বার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। তিনি হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) কেও পত্র লিখতেন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ তকদীর কাজ করে, যার ফলে করাচির লাজনা ইমাইল্লাহ্র উন্নতি আরম্ভ হয়। ১৯৬১ থেকে লাজনা ইমাইল্লাহর যে কাজ তিনি আরম্ভ করেছেন- ইরানে তারপর পাকিস্তানে, তা ১৯৮৬ সনে করাচির লাজনা ইমাইল্লাহ্ যখন পুনরায় কেন্দ্রীয় লাজনার সাথে সম্পৃক্ত হয়। খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) তাকে লাজনা ইমাইল্লাহ্ করাচির প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন। ১৯৮৬ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত করাচির লাজনা ইমাইল্লাহর প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তার যুগে প্রকাশনার ক্ষেত্রে করাচির লাজনা ইমাইল্লাহ্ অনেক কাজ করেছে। যার মাঝে ৭টি বই এবং দুটি ম্যাগাজিন তার প্রেসিডেন্ট থাকাকালে প্রকাশিত হয়েছে। তার যুগে দাঈইলাল্লাহ্ ক্লাসের সূচনা হয়। এজন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) পরম প্রীত হন। তিনি বলেন, আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আপনি ভালো কাজ করছেন, মনের গভীর থেকে আপনার জন্য দোয়া বের হয়। আল্লাহ্ তা'লা আপনার আয়ু, স্বাস্থ্য এবং আনন্দ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন আর আপনার সকল নিষ্ঠাবান সাথীদের ইহকাল ও পরকালে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

তার কাজের অনেক ঘটনা রয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস তার সেবার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। এক পত্রে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) লিখেন, আপনার পক্ষ থেকে করাচির লাজনা ইমাইল্লাহ্র রিপোর্ট এবং খুবই নিষ্ঠাপূর্ণ ভালোবাসার বার্তা পৌঁছেছে। আমি অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আপনাদের সবার ভালোবাসার আবেগ ও আন্তরিকতার মূল্যায়ন করি আর আল্লাহ্ তা'লার দরবারে সব সময় আপনাদের কল্যাণ কামনা করি আর এই দোয়া করি যে, সেই দিনগুলো পূর্বের চেয়ে অধিক মহিমায় সমৃদ্ধ করে ফেরত দিন যার স্মৃতি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

সেলিমা মীর সাহেবা ৩৬ বছর বয়সে বিধবা হয়ে যান, কিন্তু তার মেয়ে বলেন, কখনোই কোন অধৈর্য ও অকৃতজ্ঞতামূলক কথা তার মুখ থেকে শুনি নি। সব সময় সকল বিষয়ে খোদার দরবারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতেন, সব সময় ইতিবাচক মনোভাব রাখতেন আর সন্তান সন্ততির মাঝেও এটি দেখা পছন্দ করতেন। তার এক মেয়ে বলেন, আমার স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েন। তিনি মৃত্যুশয্যায় শায়িত ছিলেন। আমার মা অর্থাৎ সেলিমা মীর সাহেবা আমার কাছে এসেছিলেন। প্রথম যে জিনিসটি তিনি আমাকে দিয়েছেন তা হলো, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মলফুযাত আর বলেন, আমিও তোমার আব্বার ইন্তেকালের পর মলফুযাতের সাথে জীবন অতিবাহিত করেছি আর সব কিছু খোদার চরণে সমর্পণ করেছি। তিনি বলেন, সব ভালোবাসার ওপর খোদার ভালোবাসাই প্রাধান্য পাওয়া উচিত। তার মেয়ে বলেন, আমার স্বামীর যখন অন্তিম মূহুর্ত ছিল, ডাক্তার আমাকে স্বাক্ষর করতে বললে আমি আত্মসংবরণ করতে পারি নি আর কেঁদে উঠি। কাঁদতে গিয়ে আমার আওয়াজ উঁচু হয়ে যায়, আমার মা তা শুনতে পান। তখন আমি চরম কষ্টে জর্জরিত ছিলাম। সেলিমা মীর সাহেবা সেখানে বসেছিলেন। মেয়ের স্বামী শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করছিলেন, মেয়ে চরম কষ্টে জর্জরিত ছিলেন। তিনি বলেন, হাসপাতাল থেকে যাওয়ার সময় আমি মায়ের কাছে একটু দাঁড়াই (অর্থাৎ সেলিমা মীর সাহেবার কাছে) কিন্তু আম্মা অত্যন্ত কঠোর ভঙ্গিতে বলেন, তুমি আমার মেয়ে! আমার মেয়ে এত অধৈর্য হতে পারে না। তোমার কান্নার আওয়াজ এত উঁচু হলো কেন? আরো বলেন, চরম দুঃখের মুহূর্তে ধৈর্য ধরাই প্রকৃত ধৈর্য, এরপর সবারই ধৈর্য এসে যায়। তিনি বলেন, আমাকে তিনি নসীহত করেন যে, তোমার স্বামী খোদার আমানত ছিল, তিনিই দিয়েছিলেন, তাঁর জিনিস তিনি ফেরত নিয়েছেন।

চার কন্যার পর যখন প্রথম পুত্র জন্ম গ্রহণ করে আর কিছুদিন পর তার ইন্তেকাল হয়ে যায়, তখন তিনি পরম ধৈর্য এবং দৃঢ় মনোবলের পরিচয় দিয়ে বলতেন যে, আল্লাহ্র আমানত ছিল যা তিনি ফেরত নিয়েছেন। সব সময় দোয়ায় অভ্যস্ত ছিলেন। সন্তানরা বলেন, সব সময় নসীহত করতে গিয়ে পাঞ্জাবীতে বলতেন, 'খলীফা দা লাড় নেহি ছাডনা' অর্থাৎ খলীফার আঁচল কখনো ছাড়বে না, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকবে। পর্দার বিষয়ে খুবই যত্নবান ছিলেন। পর্দার ক্ষেত্রে যেখানেই কোন দুর্বলতা দেখতেন খুব সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিতেন যেন অন্যের মনে আঘাত না লাগে। তার অর্থাৎ মরহুমার এক মেয়ে লিখেন যে, তার ছোট মেয়ের জন্য বিয়ের প্রস্তাব আসে। ছেলে বলে প্রথমে আমি মেয়ে দেখব, এরপর কথা এগোবে। তিনি বলেন, আমি মাকে বললাম, কনেকে নেকাবের পরিবর্তে স্কার্ফ পরিয়ে সামনে নিয়ে যাই। তিনি অর্থাৎ বর্ণনাকারী তার ছোট বোনের কথা বলছেন এখানে। তখন মা তাৎক্ষণিকভাবে বলেন, বিয়ে হোক বা না হোক, নেকাব ছাড়া সে সামনে যাবে না। তার এক দৌহিত্রীর ড্রাইভিং টেস্ট ছিল লন্ডনে আর ইন্সট্রাক্টর ছিল পুরুষ। তাই তিনি সেই মেয়ের সাথে বেরিয়ে পড়েন যে, আমি কোন পুরুষের সাথে তোমাকে একা যেতে দিব না। অনেকেই হাসি ও তিরস্কার করেছে কিন্তু তিনি মানুষের হাসি ও তিরস্কারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করেন নি। মাথায় স্কার্ফ বা নেকাব নেওয়ার জন্য সব সময় বলতেন। খলীফাদের উক্তি ভিত্তিক লাজনার একটি বইয়ের নাম হলো 'ওড়নি ওয়ালীঁও কে লিয়ে ফুল'। তিনি বলতেন, যদি ফুল নিতে হয় তাহলে ওড়না পড়তে হবে। ফুল তার জন্য যে পর্দা করে। তার এক দৌহিত্রী বলেন, আমার যখন বিয়ে হতে যাচ্ছিল তখন হযরত নওয়াব মোবারেকা বেগম সাহেবার একটি পুস্তক থেকে মেয়ের বিয়ে উপলক্ষে কৃত নসীহতকে আন্ডার লাইন করে আমাকে দেন আর বলেন যে, এগুলো বার বার পড়।

তিনি আরো বলেন, গভীর রাত পর্যন্ত অবিবাহিত মেয়েদের কোন অনুষ্ঠানে থাকা তার পছন্দ ছিল না। কলেজের যুগে আমাদের বান্ধবীদের ঘরে কোন অনুষ্ঠান হলে নিজে সাথে যেতেন।

আজকালও অনেক মেয়ে লিখে যে, অনুষ্ঠানে রাত অতিবাহিত করার জন্য আমরা যাব। এটি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত রীতি, আমাদের মেয়েদের এসব এড়িয়ে চলা উচিত।

তিনি বলেন, আমাদের ফযরের নামায বাদ পড়লে সারা দিন আমাদের সাথে কথা বলতেন না, এটি অনেক বড় শাস্তি হতো আমাদের জন্য। একবার আমেরিকার শিকাগোয় এসেছিলেন, কোন মহিলা মিউজিক লাগিয়ে নর্তকীর ভঙ্গীতে উঠতে গেলেই তিনি পিছন দিক থেকে তাকে ধরে ফেলেন এবং বলেন যে, মিউজিক বন্ধ কর, তুমি কি জান না নর্তকীদের কি বলা হয়?

এক খ্রিষ্টান মেয়েকে লালন-পালন করেছেন, তাকে দোয়া শিখিয়েছেন, চারিত্রিক গুণাবলীর বিভিন্ন কথা শিখিয়েছেন। সেই মেয়ে বলেন যে, আমি তো অর্ধেক আহমদী হয়ে গেছি।

আমাতুল বারী নাসের সাহেবা বলেন যে, আল্লাহ্ তা'লা আপা সেলিমা মীর সাহেবার কাছ থেকে করাচি লাজনার জন্য দীর্ঘ সেবা নিয়েছেন। তিনি এ পৃথিবীতে নেই কিন্তু তার সুশিক্ষায় শিক্ষিতা সদস্যারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে লাজনার কাজ করতে থাকবে এবং তার নাম জীবিত রাখবে। তার নাম উত্তম কার্যক্রমের জন্য প্রবাদ প্রতীম হয়ে দাঁড়িয়েছে। সব সময় তিনি তত্ত্বাবধান করতেন, কাজ শিখাতেন, কিন্তু নিজের খ্যাতি লাভের কোন বাসনা তার ছিল না বরং তার বাসনা এটিই ছিল যে, সহকর্মীরা যেন কোনভাবে কাজ শিখে যায়। বই পুস্তক যখন ছেপেছে তখনও তিনি তার টিমকে গভীরভাবে উৎসাহিত করেছেন। শেষ বয়সে দেশের বাইরে প্রায় সময় যেতে হতো, জামা'তের কাজ যাতে প্রভাবিত না হয় এই মানসে নিজেই কেন্দ্রে আবেদন করে দ্বিতীয় প্রেসিডেন্ট মঞ্জুর করিয়েছেন আর খুবই সুন্দরভাবে এক মিটিং ডাকেন এবং তাকে ফুলের হার পরিয়ে দেন। এরপর মিসেস ভাট্টিকে প্রেসিডেন্ট-এর চেয়ারে বসিয়ে তার সেবা সম্পর্কে চিত্তাকর্ষ ক বক্তৃতা করেন, আনুগত্যের নসীহত করেন আর গাম্ভীর্যের সাথে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। তিনি বলেন যে, ক্ষমতা হস্তান্তরের এটিও একটি রীতি হয়ে থাকে।

অতএব এমন মানুষ যারা কোন সময় তাদেরকে জামাতি দায়িত্ব থেকে অপসারণ করা হলে বা তাদের অনুকূলে মঞ্জুরি দেওয়া না হলে প্রবল আপত্তি করা আরম্ভ করে, তাদের জন্য এতে শিক্ষনীয় দিক রয়েছে। যদি দায়িত্ব লাভ হয়, তাহলে আলহামদুলিল্লাহ্, দায়িত্ব লাভ না হলেও খোদার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন আর জামা'তের সেবার অন্যান্য পন্থা সন্ধান করুন। কেবল পদ পেলেই জামা'তের কাজ হবে এটি আবশ্যক নয়।

তিনি আরো বলেন, সব কাজ বুঝে, শুনে এবং গোপনীয়তা রক্ষা করে করতেন। হৃদয়ের কথা তাকে বলে কখনও আশঙ্কা থাকতো না যে, কথা বেরিয়ে যাবে, খুব সচেতনতার সাথে গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেন। আমাতুল বারী নাসের সাহেবা আরো লিখেন যে, জানি না কীভাবে তিনি সবার গোপন কথা হৃদয়ে গোপন রাখতেন। এটি অনেক বড় বিশেষত্ব যার অভাব আজকাল পুরুষদের মাঝেও দেখা যায়।

করাচি থেকে আমাতুন নুর সাহেবা লিখেন যে, সেলিমা মীর সাহেবা খুবই স্নেহশীলা, নিঃস্বার্থ ও বিনয়ী ছিলেন। নিজে পিছনে থেকে অন্যের কাজের অশেষ প্রশংসা করতেন। প্রফুল্লবদন ছিলেন। এক সুন্দর চেহারার পাশাপাশি খোদা তা'লা তাকে সুন্দর এবং কোমল হৃদয়ও দান করেছিলেন। তিনি বলেন, আমাকে প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করার পর আমি বললাম যে, এলাকা বড় বিস্তৃত, অভিজ্ঞতাও নেই আর বাহনও নেই। তিনি বলেন, কোন অসুবিধা নেই, তোমার পাশেই আমার মেয়ে বসবাস করে, যখনই সফরে যেতে হয় তাকে বলো, সে গাড়ির ব্যবস্থা করবে বা আমাকে জানিও, আমি আমার গাড়ি পাঠিয়ে দিব, কোন প্রকার দুঃশ্চিন্তার প্রয়োজন নেই। পরম বিনয় ছিল তার মাঝে, তিনি কর্মীদের সাথে বসে নিজে কাজ করাতেন।

করাচির সেক্রেটারী এশায়াত লিখেন, আপা সেলিমা মীর সাহেবার সাথে ১৯৮৬ সন থেকে কাজ করার সুযোগ হয়েছে। আমি তাকে গরীবদের লালনকারী এবং অত্যন্ত বিনয়ী পেয়েছি। একবার জামতের এক উদ্যমী সেবিকা সম্পর্কে তিনি জানতে পারেন যে, তিনি মারাত্মক অসুস্থ, যিনি কোন কারণে জামা'ত থেকে দূরে সরে যান। তার কাছে জামা'তের কিছু বিরল মূল্যবান সামগ্রী ছিল। হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবের দোয়া এবং দিক নির্দেশনায় আপা সেলিমা সাহেবার তত্ত্বাবধানে খুবই বুদ্ধিমত্তার সাথে তার সাথে যোগাযোগ করা হয়, কিন্তু কিছু হস্তগত হওয়ার পূর্বেই তিনি ইন্তেকাল করেন। তাই তার কোন আত্মীয়কে তিনি বলেন যে, এই ধরনের কোন জিনিস আপনার কাছে থাকলে আমরা মূল্য দিয়ে তা নেওয়ার জন্য প্রস্তুত রয়েছি। জামা'তের ইতিহাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত জিনিস এবং মসীহ্ মওউদ এর বিভিন্ন 'তাবাররুকাত' ছিল। আমাদের একটি সিন্দুক হস্তগত হয়, যাতে হযরত মসীহ্ মওউদ আ.)-এর পবিত্র হাতে লেখা চিঠি এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.)-এর রচনাবলী ছিল। আর সিন্দুকও ছিল ঐতিহাসিক। বড়ই প্রজ্ঞার সাথে তিনি সেটি উদ্ধার করেন। আর পিছিয়ে যাওয়া সেই ভদ্র মহিলার চিকিৎসাও করিয়েছিলেন তিনি।

যারা পত্র লিখেছেন তাদের সবাই এটি উল্লেখ করেছেন যে, খুবই মর্যাদাবান, উদারমনা, ধৈর্যশীলা, উন্নত নৈতিক চরিত্রের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত, খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত এবং খিলাফতের সাথে সম্পৃক্ত থাকার নসীহতকারীনী, পুণ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত, পুণ্যের নসীহত কারিনী ছিলেন। আপন-পর সবাইকে তিনি একইভাবে নসীহত করতেন। এমন নয় যে, নিজের কন্যাদের বাদ দিবেন, বরং নিজের কন্যাদেরও তিনি হিতোপদেশ দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার ওপর তার আস্থা ছিল অগাধ। আল্লাহ্র সন্তুষ্টিতে সব সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। আল্লাহ্ তা'লা তার পদমর্যাদা উন্নীত করুন, তার সন্তানসন্ততি, তার কন্যাদেরকেও তার পুণ্যকে ধরে রাখার তৌফিক দান করুন। জুমুআর নামাযের পর আমি উভয়েরই গায়েবানা জানাযা পড়াব।

একের পাতার পর.....

তাঁহাদের খেদমত করিবার জন্য ফেরেশতাগণকে আদেশ দেন। অনুরূপভাবে দুনিয়াতে যখন তাহার গযব আপতিত হয় এবং যালেমদের প্রতি তাঁহার কোপ উত্তেজিত হইয়া উঠে, তখন তাঁহার কৃপাদৃষ্টি আপন বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের হেফাযত করিয়া থাকে। যদি এইরূপ না হইত, তাহা হইলে সাধু ব্যক্তিগণের সকল সাধনা বিনষ্ট হইয়া যাইত এবং কেহই তাঁহাদিগকে চিনিতে পারিত না। আল্লাহ্র শক্তি অনন্ত, কিন্তু মানুষের আপন বিশ্বাসের অনুপাতে সেই শক্তির বিকাশ ঘটে। যাহাদিগকে দৃঢ় বিশ্বাস, প্রেম ও আল্লাহতে পূর্ণ একাগ্রতা দান করা হইয়াছে এবং প্রবৃত্তির দাসত্ব হইতে মুক্ত করা হইয়াচে, তাহাদের জন্যই অসাধারণ প্রকাশিত হয়। খোদা তা'লা যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন, কিন্তু তাহাদিগকে তিনি অসাধারণ শক্তি প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন, যাহারা নিজেদের অভ্যাসে অসাধারণ পরিবর্তন আনয়ন করে।

এই যুগে এইরূপ লোকের সংখ্যা খুবই কম যাহারা তাহাঁকে চিনে এবং তাঁহার বিস্ময়কর শক্তির উপর বিশ্বাস রাখে। বরং এইরূপ বহু আছে যাহারা এইরূপ সর্বশক্তিমান খোদার উপর কখনও বিশ্বাস রাখে না যাঁহার আওয়াজ সকল বস্তুই শুনিতে পায় এবং যাঁহার পক্ষে কোন কিছুই অসম্ভব নহে।

এখানে স্মরণ রাখা উচিত যে, প্লেগ ও অন্যান্য রোগের চিকিৎসা করা যদিও পাপ নহে, কেননা হাদীসে উল্লেখ আছে যে, এমন কোন রোগ নেই, যাহার জন্য খোদা তা'লা কোন ঔষধ সৃষ্টি করেন নি, তাহা সত্ত্বেও খোদা তা'লা এই নিদর্শনকে, যাহা তিনি আমার জন্য পৃথিবীতে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শন করার ইচ্ছ করিয়াছেন, টিকা দ্বারা সন্দেহযুক্ত করা আমি পাপ মনে করি। আমি তাঁহার সত্য নিদর্শন ও সত্য প্রতিশ্রুতির অবমাননা করিয়া টিকার সাহায্য গ্রহণ করিতে পারি না। যদি এইরূপ করি তাহা হইলে এই গুনাহর জন্য আমি দন্ডনীয় হইব যে, খোদা তা'লা আমার সাথে যে ওয়াদা করিয়াছেন তাহা আমি বিশ্বাস করি নি। যদি এইরূপ হয় তাহা হইলে যেই খোদা আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন যে, 'তোমার চারি প্রাচীরের মধ্যবর্তী প্রত্যেক ব্যক্তিকে আমি রক্ষা করিব,' সেই খোদার প্রতি কৃতজ্ঞ না হইয়া আমাকে টিকা আবিষ্কারক চিকিৎসাবিদের প্রতি কৃতজ্ঞ হইতে হইবে।

(কিশতিয়ে নূহ রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৯, পৃষ্ঠা: ১)

ইমামের বাণী

"দুনিয়াতে এক সতর্ককারী এসেছে। দুনিয়া তাকে গ্রহণ করে নি। কিন্তু খোদা তাকে গ্রহণ করবেন এবং মহা পরাক্রমশালী আক্রমণ দ্বারা তার সত্যতা প্রকাশ করে দিবেন।"

(ফাতেহ ইসলাম, পৃষ্ঠা: ১০-১১)

দোয়াপ্রার্থী: আবুল হাসানাত, নারগিস সুলতানা, মুশতাক আহমদ,ইমতিয়ায আহমদ, জামাত আহমদীয়া ব্যাঙ্গালোর (কর্ণাটক)

শবে বারাত

মৌলানা সালেহ আহমদ, মুরব্বী সিলসিলাহ

আফগানিস্তান, পাকিস্তান, ইরান, ভারত ও বাংলাদেশে শবে বরাত অত্যন্ত জমকালো ভাবে পালন করা হয়। আশ্চর্যের বিষয় হলো সৌদি আরবে শবে বরাত বলতে কোন অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয় না। ১৫ ই শাবান হলো শবে বরাতের দিন ও রাত হলো শবে বরাত। এ রাত সর্ম্পকে বলা হয়, এ রাতে প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য লিখে দেওয়া হয়। তাই এ রাতে অনেক বেশী নামায পড়ে খোদাকে সন্তুষ্ট করতে হয়। এছাড়া বলা হয়, ১৫ ই শাবান রসূল করীম (সা.) রোযা রাখতেন এবং রাতে কবর যিয়ারত করতেন ও বেশী নওয়াফেল পড়তেন। তাই দিনে রোযা রাখতে হবে এবং রাতে নওয়াফেল পড়তে হবে এবং কবর যিয়ারত করতে হবে। বলা হয় এ রাতে মৃত আত্মারা পৃথিবীতে ফিরে আসে এবং তাদের আত্মীয়-স্বজনদের দেখে যায়। অনেকে বলেন, জান্নাতে একটি গাছ আছে যার পাতাগুলোতে পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের নাম লেখা আছে যে পাতাগুলো এ রাতে পড়ে যায়, সে পাতাতে যে সব মানুষের নাম লেখা থাকে তারা এ বছর মারা যাবে। অনেকের মতে এ রাতে মানুষের জীবন ও মৃত্যু সর্ম্পকে সিদ্ধান্ত হয়। বলা হয় এ রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীতে নেমে আসেন এবং বলেন কে আছে যে ক্ষমা চাইবে আর আমি ক্ষমা করবো। কে আছে যে চাইবে আর আমি তাকে দিব।

শবে বরাতে হালুয়া রুটি বানানো হয় এবং আতশবাজী পোড়ানো হয়। এ নিয়ে মুসলিম উম্মতে অনেক মতভেদ আছে। অধিকাংশের মতে এটি বিদাত ও কুরআন ও সুন্নাতে এর কোন ভিত্তি নেই। যারা শবে বরাত উদযাপন করে তাদের মতে কুরআনে এর দলিল আছে। আর তা হলো সূরা দুখানের চার, পাঁচ ও ছয় নম্বর আয়াতে যেখানে বলা হয়েছে- "আমরা একে নিশ্চয় এক আশিষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। আমরা (বিপথগামীদের) সর্তক করে থাকি। আমাদের পক্ষ থেকে আদেশক্রমে (এ রাতে) প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয়ের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নিশ্চয় আমরাই রসূল প্রেরণ করে থাকি।"

তাছাড়া তারা কিছু হাদীসও উপস্থাপন করে থাকেন। প্রায় চৌদ্দটি রেওয়ায়াত শবে বরাতের পক্ষে উপস্থাপন করা হয়। কিছু লোকদের মতে, দ্বিতীয় হিজরীতে কিবলা পরিবর্তন হয়। আর সে দিনটি ছিল ১৫ ই শাবান। এ জন্য এ দিনটি উদযাপন করা হয়। আজকাল আলেমগণ শবে বরাতকে সূরা দুখানের আয়াতে বর্ণিত "লায়লাতুন মুবারাকাতুন" বলে থাকে।

কুরআন ও হাদীসের আলোকে পর্যালোচনা করলে এ রাতের কোন অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। আর এ রাত সর্ম্পকে যে ধ্যান ধারনা অনেক মুসলমানদের মধ্যে রয়েছে, এর কোন প্রমাণ কুরআন, সুন্নাহ ও হাদীসে পাওয়া যায় না। হযরত রসূলে করীম (সা.)-এর যুগে তো নয়ই, বরং তাবেঈনদের যুগেও এর কোন নামগন্ধ পাওয়া যায় না। শবে বরাত ইরান থেকে অন্যান্য দেশে ছড়িয়েছে। 'শবে বরাত' ফার্সি শব্দটিও এদিকে সুস্পষ্টভাবে ইঙ্গিত করে। আসলে লায়লাতুল কাদর এর ফার্সি ভাষায় অনুবাদ করলে শবে বরাত হয়। শাবান ইসলামী ক্যালেন্ডারের অষ্টম মাস। এ মাসের ১৫ তারিখ অর্থাৎ ১৫ ই শাবান 'শবে বরাত' বলে পরিচিত।

'শব' ফারসি শব্দ। এর অর্থ হলো রাত এবং বরাতও ফার্সি শব্দ। এর অর্থ হলো ভাগ্য। এ শব্দটি কুরআন ও হাদীসের কোথাও ব্যবহৃত হয় নি। তবে এর বিপরীতে সূরা কদর এ "লায়লাতুল কাদর" শব্দ পাওয়া যায় যা রমযানের সাথে সম্পৃক্ত শাবান মাসের সাথে নয়। সূরা দুখানের যে আয়াতটি শবে বরাত সর্ম্পকে দলীল-রূপে উপস্থাপন করা হয় তা সম্পূর্ণরূপে এক ভুল ব্যাখ্যা ও বিভ্রান্তিকর দলিল। সূরা দুখানের এ আয়াতে বলা হয়েছে- আমরা একে নিশ্চয় এ আশীষপূর্ণ রাতে অবতীর্ণ করেছি। এখানে 'হু' অর্থাৎ 'একে' সর্বনামটি কার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে তা নির্ণয় করতে হবে। সব মুফাসসিরগণ এ সর্বনামটি কুরআনের জন্য ব্যবহার করা হয়েছে বলে একমত। এখন প্রশ্ন হলো কুরআন কবে অবতীর্ণ হওয়া শুরু হয়েছে শাবান মাসে না রমযানে? পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তালা বলে দিয়েছেন, রমযান সেই মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। (সূরা বাকারা :১৮৫)

অতএব পবিত্র কুরআন যে রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই। উম্মতে মোহাম্মাদীয়া একমত যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। এ পরিপ্রেক্ষিতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের নয় রমযান মাসের রাত বলে আল্লাহ্ তা'লা নির্ণয় করছেন। যাদের মতে "লায়লাতুন মুবারাকা" শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত, তারাও এ কথাটি মানেন যে, কুরআন রমযান মাসে অবতীর্ণ হয়েছে। তাহলে প্রশ্ন করাই যেতে পারে এমন ভুল ব্যাখ্যা করে তারা মুসলমানদেরকে কেন বিদাতের দিকে ঠেলে দিল? এর উত্তর আমরা এছাড়া আর কি দিতে পারি "শুধুমাত্র হালুয়া রুটির" জন্য। কারণ সূরা দুখানের এ আয়াতের হালুয়া রুটির সাথে কোন সর্ম্পক নেই। সূরা দুখানের আয়াতগুলিতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এ রাতে প্রতিটি বিষয়ের বিজ্ঞতাপূর্ণ ও দৃঢ় সিদ্ধান্ত আল্লাহ্র নির্দেশে প্রকাশ হয়। হযরত ইবনে আব্বাস (রা.) হযরত ইবনে ওমর (রা.), মুজাহিদ, কাতাদা ও হাসান বসরীর মতো প্রখ্যাত তাফসীরকারকগণ "লায়লাতুন মুবারাকা" বলতে "লায়লাতুল কদর"-কে আখ্যায়িত করেছেন। সূরা কাদর পড়লে এ বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'লা বলছেন, নিশ্চয় আমরা এ কুরআন কদরের রাতে অবতীর্ণ করেছি। আর তোমাকে কিসে বুঝাবে কদরের রাত কী? কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এতে ফিরিশ্তারা এবং পবিত্রাত্মা সব বিষয়ে তাদের প্রভু প্রতিপালকের আদেশ নিয়ে অবতীর্ণ হয়ে থাকে। এ এক অনাবিল শান্তি। আর এ অবস্থা ভোর পর্যন্ত বিরাজ করে।

অতএব 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল মুবারাকা"হলো লায়লাতুল কদর তা কুরআন থেকেই প্রমাণিত হয়। আর এটিও সুস্পষ্ট কদরের রাত হাজার মাসের চেয়ে উত্তম। এ ঘোষণা স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার। ১৫ই শাবানের রাতের উল্লেখ কুরআনে নেই প্রমাণিত হলো। তফসীরকারকদের নীতি "কুরআনের একাংশ আরেকাংশের ব্যাখ্যা করে দেয়" তাও প্রমাণ করে দিল "লায়লাতুল মুবারাকা" আসলে "লায়লাতুল কাদর"।

এখন প্রশ্ন ওঠে, এ রাতে মৃত্যু অথবা ভাগ্য নির্ধারিত হয় অথবা মৃত আত্মীয়স্বজনদের আত্মা পৃথিবীতে আসে এসব কি? এর উত্তর হলো কুরআনে ও হাদীসে এর কোন উল্লেখ নেই। "লায়লাতুল কাদর" এর সর্ম্পকে কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে এর কোন উল্লেখ নেই। একটুচিন্তা করলেই বলা যায় এ সব কিছুমনগড়া কথা। মৃত্যু সর্ম্পকে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর আল্লাহ্র অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারে না। কেননা এর জন্য এক মেয়াদ নির্ধারিত রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান : ১৪৬)।

তিনি আরও বলেন, তিনি বৃষ্টি অবতীর্ণ করেন। আর গর্ভাশয়ে যা-ই আছে তিনি তা জানেন। আর কেউ জানে না আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং (এটাও) কেউ জানে না কোন স্থানে সে মারা যাবে।

(সূরা লুকমান : ৩৪)

সূরা হিজরের ২৪ নং আয়াতে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আর নিশ্চয়ই আমরাই জীবিত করি ও আমরাই মৃত্যু দিই। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ যা চান তাই করেন। " (সূরা হাজ্জ : ১৫) এছাড়া আরো বহু আয়াত রয়েছে যা থেকে জানা যায় মৃত্যু সর্ম্পকিত বিষয়াদি আল্লাহ্ তা'লা শাবানের ১৫ তারিখ নির্ধারণ করেন না বরং এই তকদীর বা পরিমাপ আল্লাহ্র হাতে এবং এটা তিনি লায়লাতুল কাদরের রাতেও তা নির্ধারণ করেন না। এ মেয়াদ জন্ম হতেই নির্ধারিত হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, অর্থাৎ নিশ্চয় আমরা সবকিছুএক পরিমাপে সৃষ্টি করেছি। আর আমাদের আদেশ চোখের পলক ফেলার ন্যায় এক নিমিষেই (কার্যকর হয়)। (সূরা কামার : ৫০) তবে মানুষের আমল, দোয়া ও খোদার নৈকট্য প্রাপ্তির কারণে এ তকদীর দীর্ঘায়িত হতে পারে। যেমন আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "আর যা (বা যে) মানুষের উপকার করে তা (বা সে) পৃথিবীতে স্থায়ী হয়। (সুরা রাআদ ১৭) পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে যারা ঈমান এনেছা! তোমরা আল্লাহ্র তাকওয়া সেভাবেই অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাকওয়া অবলম্বন করা উচিত। আর তোমরা কখনো আত্মসমর্পনকারী না হয়ে মৃত্যু বরণ করো না। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

মৃত্যু যদি "লায়লাতুল মুবারাকাতে" নির্ধারিত হয় তবে এ আয়াতের কি অর্থ করবেন? ইসলাম তো কর্মের কথা বলে যা প্রতিনিয়ত করতে হয়। এ নয় যে একদিন বা এক রাতে ইবাদত কর, আর প্রয়োজন নেই। তৌহিদ, নামায, রোযা, হজ্জ, যাকাত, তাকওয়া, দানখয়রাত এক রাত বা একদিনের ব্যাপার নয়। এ এক নিয়মিত কর্ম। যদি এক রাতেই বছরের সব কিছুনির্ধারিত হয় তবেএক রাতের পর সারা বছর ইবাদত আর আমলের কোন প্রয়োজন থাকে না। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি বল, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের প্রাণের ওপর অবিচার করেছ! তোমরা আল্লাহ্র

রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না। নিশ্চয় আল্লাহ্ সব পাপ ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিশ্চয় তিনিই অতি ক্ষমাশীল (ও) বার বার কৃপাকারী। " (সূরা আয যুমার: ৫৪) এ আয়াত খোদার ক্ষমার দ্বার এক রাতের জন্য নয় বরং প্রতিটি মুহূর্তের জন্য খুলে দিয়েছে। প্রকৃত তওবা করলে যেকোন দিন, যেকোন রাত, যেকোন মূহুর্তে সে খোদার কৃপার অধিকারী হতে পারে। তাই খোদার সিদ্ধান্ত বান্দার আমলের কারণে হয়। আল্লাহর এ সিদ্ধান্ত আমল করলে পরে হয় আমল করার আগে নয়।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তুমি যে কল্যাণই লাভ কর তা আল্লাহ্র পক্ষ থেকেই আসে এবং তোমার যে অকল্যাণ হয় তা তোমার নিজের কারণেই হয়। (সূরা নিসা : ৮০) উদ্ধৃত কুরআনের আয়াতগুলো এ বিষয়টি পরিষ্কার করে সারা বছরের জন্য তকদীর নির্ধারিত হওয়া 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল কদরে'-র সাথে সম্পৃক্ত নয়। ইসলামে কর্ম হলো এক চলমান প্রক্রিয়া যা জীবনের শেষ নিশ্বাস পর্যন্ত করে যেতে হবে। হাদিসের দিকে দৃষ্টি দিলে আমরা দেখতে পাই হযরত রসূলে করিম (সা.) "আইয়্যামুল বীজ" অর্থাৎ আলোকিত দিনগুলোতে প্রতি মাসে রোযা রাখতেন। আর এ দিনগুলো হলো প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ।

এ সর্ম্পকে বুখারী, নাসাঈ ও মুসনাদ আহমদ বিন হাম্বলে সহীহ্ রেওয়াত রয়েছে। সুতরাং এ বিষয়টি স্পষ্ট যে হযরত রসূলে করীম (সা.) শুধুমাত্র শাবানের ১৫ তারিখে রোযা রাখেন নি বরং প্রতি মাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখ রোযা রেখেছেন। তাই প্রমাণিত হলো ১৫ ই শাবান অর্থাৎ শবে বরাত বলে যা চালানো হচ্ছে বিশেষ করে এর সাথে শবে বরাত নামক দিনের রোযার কোন সর্ম্পক নেই। তবে রেওয়াত হতে জানা যায় শাবান মাসে হযরত নবী করীম (সা.) অনেক বেশি রোযা রাখতেন । এর ব্যাখ্যায় অনেক কিছুবলা যায়। তবে রমযানের প্রস্তুতি হিসেবে যে এ রোযাগুলো রাখতেন এতে অধিকাংশ মুহাদ্দেসীন একমত। দ্বিতীয়ত হযরত নবী করীম (সা.) প্রায়শই দাউদী রোযা রাখতেন। আর এ নফল রোযা হলো এক দিন পর পর রাখা। বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্র দৃষ্টিতে হযরত দাউদ (আ.)-এর রোযা ছিল উত্তম- যিনি একদিন পর পর রোযা রাখতেন। জানা উচিত এ হলো নফল রোযা।

তথাকথিত শবে বরাতের পক্ষে ১৪টি হাদীস উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। মুহাদ্দেসীন ও আসমাউর রেযালের (অর্থাৎ বর্ণনাকারীদের সততা, স্মরণশক্তি ইত্যাদি নির্ণয়করণ) পুস্তকাদিতে এসব রেওয়ায়েতকে "যয়ীফ" (দূর্বল) এবং "মাওযূ" (বানানো) বলে আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এ সব হাদীসের এক বর্ণনাকারী "ইবনে আবি যাবারাহ" এর ওপর "মাওযূ" হাদীসের অপবাদ রয়েছে। হাদীসের আসমাউর রেযালের ওপর হযরত ইমাম ইবনে হাজার আসকালানী (রহ.)-এর পুস্তক "তাকরীব"-এর ৩৯৬ পৃষ্ঠায় এর উল্লেখ আছে। আসমাউর রেযালের ওপর বিখ্যাত পুস্তক "মীযানুল ই'তেদাল"-এতে হযরত ইমাম বুখারীর বরাতে শবে বরাত সম্পর্কিত হাদীস সমূহের সনদের কয়েকজন বর্ণনাকারীকে "যয়ীফ" দুর্বল বলে আখ্যা দেয়া হয়েছে। সুতরাং ১৫ ই শাবান সর্ম্পকে বর্ণিত অধিকাংশ হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়। তবে মূল কথা হলো যার উল্লেখ কুরআনে নেই এবং সুন্নাহ ও আসার থেকে সাব্যস্ত নয় তা কি ভাবে ইসলামের অংশ হতে পারে ? বলা হয়ে থাকে ১৫ ই শাবানের রাতে আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর আকাশে অবতীর্ণ হয়ে বান্দাদের ক্ষমা করার ঘোষণা দেন, দান করার ঘোষণা দেন ইত্যাদি। জেনে রাখা উচিত এরূপ হাদীস শুধুমাত্র ১৫ ই শাবানের জন্য নির্ধারিত নয়। বরং হাদীসে বর্ণিত হয়েছে প্রত্যেক রাতে যখন রাতের এক-তৃতীয়াংশ পার হয়ে যায় তখন আল্লাহ্ তা'লা পৃথিবীর সবচেয়ে নিকটতম আকাশে অবতরণ করেন এবং ঘোষণা দেন কে আছে যে আমার কাছে চাইবে আর আমি তাকে দিব.....। এছাড়া রমযানের ফযিলত সর্ম্পকে আমরা সবাই জানি। এ মাসে জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং জান্নাতের সব দরজা খুলে দেওয়া হয়। রমযানের প্রথম ১০ দিন রহমতের দিন, দ্বিতীয় ১০ দিন মাগফেরাতে দিন আর শেষ ১০ দিন নাজাতের। আবার এর মেধ্য শেষ দশকের বিজোড় রাতে "লায়লাতুল কাদর"ও আছে। অতএব ১৫ই শাবানের রাত সর্ম্পকে যা কিছুবলা হয় তা হাদীস হতে প্রমাণিত সত্য নয়। বরং এর তুলনায় রমযানের প্রতিটি দিন ও প্রতিটি রাত এবং লায়লাতুল কাদর যা হাজার মাসের চেয়ে উত্তম এর গুরুত্ব অনেক বেশী এবং হযরত নবী করীম (সা.)উম্মতের দৃষ্টি জোরালোভাবে এদিকে আকর্ষণ করেছেন।

মহানবী (সা.)-এর পবিত্র জীবনে এরকম রাত বহুবার এসেছে কিন্তু মহানবী (সা.) নিজে কখনো এ রাতকে বিশেষভাবে উদযাপন করেন নাই আর না তিনি (সা.) সাহাবায়ে কেরামকে বলেছেন যে এটিই একমাত্র বিশেষ রাত, এ রাতে বিশেষভাবে ইবাদত কর তাহলে তোমাদের ভাগ্য ভালো হবে এবং তোমরা সফল হবে। এর বিপরীতে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'লা বলেছেন, আর যারা আমাদের উদ্দেশ্যে চেষ্টাসাধনা করে নিশ্চয় আমরা তাদেরকে আমাদের পথে তাদের পরিচালিত করবো।

(আনকাবুত ৬৯)।

মহানবী (সা.) তাঁর সাহাবা ও তাঁর উম্মতকে অবিরাম ও চলমান চেষ্টাসাধনার শিক্ষা দিয়ে গেছেন এবং নিজেও আজীবন তা করে তাঁর উম্মতের সামনে দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে গেছেন। ইসলামে কোন সংক্ষিপ্ত পথ নাই। চলমান এক চেষ্টা প্রচেষ্টা রয়েছে যার ফলদাতা মালেকে ইয়াওমিদ্দীন। সবকিছুই কর্মের উপর নির্ভরশীল। যুগ ইমাম হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) শাবান মাসের এ রাত সম্পর্কে বলেন, "এসব রীতি নীতি ও হালওয়া রুটি বিদআত"

(মালফুযাত, নবম খন্ড, ২৯৭ পৃ)

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন," শবে বরাত উদযাপন, গিয়ারহুয়ী শরীফ, কুল খানী ইত্যাদী যা বর্তমানে চালু আছে, এসব ইসলামের শরীয়ত হতে প্রমাণিত নয়। হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) কে প্রশ্ন করা হলো, শবে বরাতের দিন হালওয়া রুটি তৈরি করা কি আহমদীদের জন্য বৈধ? তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, " না, এটি বিদআত।"

(আল ফযল, ৩০ শে এপ্রিল ১৯৫৪)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রাহে.) কে প্রশ্ন করা হয়, "মহানবী (সা.) এর জীবন হতে এ রাত সম্পর্কে কি জানা যায়, তিনি (সা.) কি এই রাতে অন্যান্য রাতের তুলনায় বেশী ইবাদত করতেন?" তিনি (রাহে.) উত্তরে বলেন আমি মহানবী (সা.) এর ইবাদত সম্পর্কিত রেওয়ায়েতগুলি অত্যন্ত মনোযোগের সাথে পড়েছি। সেগুলোতে কোন বিশেষ রাতের ইবাদতের কথা উল্লেখ নাই। বরং (জীবনের) অনেকরাত সারা সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করার কারণে পা ফুলে যাবার কথা উল্লেখ রয়েছে। আর এটাই মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ছিল। মহানবী (সা.)-এর সুন্নত অনুযায়ী সারা রাত দাঁড়িয়ে ইবাদত করতে না পারলে এর উপর নুন্যতম আমল হলো প্রতিরাতে শেষ রাতে উঠে কিছুইবাদত করা।"

(আল ফযল, ২০ শে জানুয়ারী, ২০০১)

অতএব হালুয়া রুটি এবং আতশবাজীর সাথে হযরত নবী করীম (সা.) এর দুরতম সম্পর্ক নেই। এটি এক বিদআত। আজ যারা ইসলামের নামে এসব করছে কুরআনের এ আয়াত তাদের জন্য সর্তকবাণী উচ্চারণ করছে এবং আমাদের সবাইকে পথ প্রদর্শন করছে। আল্লাহ বলেন, " আর নিশ্চয় তাদের মাঝে এমনও একদল আছে যারা কিতাবের বেলায় স্বরকে (এমনভাবে) বদলায় যেন তোমরা তা কিতাবের অংশ মনে কর অথচ তা অংশ নয়। আর তারা বলে, এ হলো আল্লাহ্র পক্ষ থেকে। অথচ এটা আল্লাহ্র পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনেশুনে আল্লাহ্র বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে। "

(সূরা আলে ইমরান : ৭৯)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সব ধরণের বিদআত থেকে মুক্ত রাখুন। (আমীন)

****

শেষের পাতার পর .....

ফোন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। অনেক সময় বারো তের বছরের ছেলেরা যখন সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণীতে যায়, তাদেরকে মোবাইল দিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু যদি তুমি আইফোন এবং স্মার্টফোন বা এই ধরণের অন্যান্য গ্যাজেট রাখ এবং সেগুলি তোমরা বিভিন্ন অ্যাপস ব্যবহারের জন্য রাখ তবে এর অপব্যবহার করতে পার। এই কারণে পিতামাতা তোমাদেরকে এর থেকে বিরত রাখে। যদি তোমরা কেবল যোগাযোগ রাখতে চাও তবে সাধারণ ফোন রাখতে পার। তোমরা তো কোন ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত নও। তোমরা ছাত্র। যদি সারাক্ষণ মোবাইল হাতে থাকে তবে তাতে বিভিন্ন এ্যাপস খুঁজে বেড়াবে। আর বাজে ধরণের কোন অ্যাপস পাওয়ার পর তোমাদের পড়াশোনা থেকে মনোযোগ হ্রাস পাবে। বলা হচ্ছে যে, যতদিন থেকে এই অ্যাপস যুক্ত ফোন এসেছে, দুর্ঘটনাও বেড়ে গেছে। মহিলা ও পুরুষ উভয়েই পথ চলতে চলতে পারপারের সময়, সর্বক্ষণ ফোন নিয়ে খোঁচাখুচি করছে। আর এদিক থেকে গাড়ি এসে ধাক্কা মারে, যারফলে তারা নিহত হয়। মোবাইল ফোনের কারণে দুর্ঘটনা অত্যাধিক হারে বৃদ্ধি পেয়েছে আর লোক মারাও যাচ্ছে অনেক বেশি। কিন্তু তোমাদের এখন বয়স হয় নি এমন ফোন ব্যবহার করার। পড়াশোনার জন্য যদি প্রয়োজন হয় তবে পিতামাতার তত্ত্বাবধানে বাড়িতে কম্পিউটার রাখ। যোগাযোগের জন্য ফোনের প্রয়োজন হলে সাধারণ ফোন ব্যবহার কর, যাতে কোন অ্যাপ থাকে না। আর যদি তোমাদের পিতামাতার তোমাদের উপর ভরসা থাকে তবে রাখ। কিন্তু সতর্ক থেকো। বাজে ধরণের অ্যাপস সন্ধান করে বা ইন্টারনেট থেকে অন্যান্য প্রোগ্রাম বার করে দেখো না, বরং ভাল কিছু দেখ। যেমন এম.টি.এ, আলইসলাম-এর ওয়েবসাইট দেখা যায়। যদি ধর্ম শিখতে হয়, তবে রাখতে পার, কোন অসুবিধা নেই। (ক্রমশঃ.....)

তবে আপনাদের তরবীয়ত সংক্রান্ত সমস্যাবলীর সমাধান হয়ে যাবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, এম.টি.এ-তে তরবীয়তী অনুষ্ঠান সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন অনুষ্ঠান এবং যুগ খলীফার অনুষ্ঠান এসে থাকে। আমি খুতবায় বলেছিলাম যে, যে খুতবা শুনতে চায় সে শুনতে পারে-এর অর্থ হল অন্ততঃপক্ষে খুতবাটি যেন শোনা হয় এবং এদিকে মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। যারা অলস এবং পিছিয়ে পড়েছে তাদেরকে তৎপর করে তোলা এবং কাছে নিয়ে আসা কেবল একজন মানুষের কাজ নয়, এর জন্য আমাকে যথারীতি একটি টিম তৈরী করে পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে কাজ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, তাদেরকে কিভাবে যুক্ত করতে হবে সেই অনুসারে কোন অনুষ্ঠান করুন। যে সমস্ত যুবকরা কোন পদাধিকারীর কারণে বা অন্য কোন কারণে পিছনে চলে যাচ্ছে তাদেরকে কাছে টেনে আনুন। প্রত্যেকের দুর্বলতা অনুযায়ী প্রতিকারের ব্যবস্থা করতে হবে। মুহতামিম তরবীয়ত হলেন একজন চিকিৎসক সদৃশ। রোগীদের মত দুর্বল খুদ্দামদের তরবীয়তী বিষয়েরও চিকিৎসা করুন। প্রত্যেকের জন্য তা পরিস্থিতি অনুযায়ী চিকিৎসা পদ্ধতি অবলম্বন করুন।

মুহতামিমকে মাল-এর কাছে হুযুর আনোয়ার বাজেট এবং চাঁদা প্রদানকারী খুদ্দামদের বিশদ বিবরণ জানতে চান। হুযুর বলেন, আপনার কাছে উপার্জনকারী এবং কর্মহীন খুদ্দামদের তালিকা থাকা চায়।

হুযুর বলেন, ফর্ম পুরণ করানো এবং খুদ্দামদের বিশদ বিবরণের পূর্ণ তালিকা প্রস্তুত করা হল তাজনীদ বিভাগের কাজ। খাদেমের নাম, পিতার নাম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা, ছাত্র কিম্বা উপার্জনকারী- অনুরূপে আরও বিভিন্ন বিবরণ থাকতে হবে। ইনফরমেশনের দৃষ্টিকোণ থেকে তাজনীদ বিভাগকে গ্রস রুট লেভেলের উপর কাজ করা উচিত।

হুযুর আনোয়ার বলেন, কোন খাদেম চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক, আপনার তাজনীদের তার নাম নথিভুক্ত থাকতে হবে। কোন ব্যক্তি যদি নিজেকে আহমদী বলে, সে সক্রিয় হোক বা নিষ্ক্রিয়, চাঁদা প্রদান করুক বা না করুক, মাসের তৃতীয় বা চতুর্থ জুমা হয়তো পড়ে অথবা ঈদের দিন নামাযে আসে- আপনার তাজনীদে তার নাম থাকা উচিত। এমন খুদ্দামদের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের তৎপর করে তোলা তরবীয়ত বিভাগের কাজ।

মুহতামিম মাল বলেন, খুদ্দামদের বাজেট ৮০ হাজার ক্রোনার। ৫৩ জন খুদ্দাম চাঁদা দেয় এবং মজলিসে তাঁদের চাঁদার পরিমাণ ৬৫ হাজার ক্রোনার।

হুযুর বলেন, আপনি খুদ্দামকে বলুন যে, চাঁদা কোন কর বা ট্যাক্স নয়। এটি খোদা তা'লার আদেশ। তাদেরকে বলুন যে, এটি খোদা তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম। তাদের এও বলুন যে চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়।

হুযুর আনোয়ার বলেন: যুক্তরাজ্যে খুদ্দামদের ইজতেমার সময় চেষ্টা করে এমন খুদ্দামদেরকেও আনা হয়েছিল যারা দূরে সরে গিয়েছিল এবং তাদের মধ্যে কয়েক জনের অভিযোগ অনুযোগ ছিল। কয়েকজন একেবারেই চাঁদা দিত না। আর কয়েকজন অত্যন্ত কম চাঁদা দিত। সেখানে প্রশ্নোত্তর সভা আয়োজিত হয়। জামেয়ার ছাত্ররা সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেয়। তারা চাঁদার গুরুত্ব এবং ব্যায়ের বিবরণ তুলে ধরে। সেই খুদ্দামরা খোলাখুলিভাবে এমন প্রশ্ন করে যেগুলি বড়দের সামনে করতে ভয় পেত। যেমন চাঁদা কোন কোন খাতে ব্যায় হয়। এটি কি কারণে নেওয়া হয়? এর উদ্দেশ্য কি? কোথায় খরচ হয়? এসব বিষয়ে তাদেরকে সবিস্তারে উত্তর দেওয়া হয়। প্রত্যেকটি প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তাদেরকে আশ্বস্ত করা হয়। তাদেরকে চাঁদার গুরুত্ব এবং খোদা তা'লার আদেশাবলী সম্পর্কে বলা হয়। পরে তারা নিজেরাই স্বীকার করে যে, পূর্বে আমরা মনে করতাম যে, অর্থ সংগ্রহ করার জন্য একটি উপায় বানিয়ে রেখেছে। এখন আমরা এর তাৎপর্য অনুধাবন করেছি। এমন খুদ্দামরা নিজে থেকে সেক্রেটারী মালকে চাঁদা প্রদান করেছে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, খুদ্দামরা চাঁদা দেয়, দোষ সেই সমস্ত পদাধিকারীদের যারা স্পষ্টভাবে চাঁদার তাৎপর্য ও উদ্দেশ্য এবং সেগুলি ব্যায়ের স্থান সম্পর্কে তাদেরকে বলে না।

হুযুর বলেন, বিশেষ করে যুবকদের চাঁদার গুরুত্ব সম্পর্কে অবগত থাকা উচিত। তাদেরকে বলা উচিত যে, কোথায় ব্যায় হয়। তাহরীকে জাদীদ এবং ওয়াকফে জাদীদ সংক্রান্ত খুতবায় আমি বলে দিই যে, এই চাঁদা কোথায় কোথায় ব্যায় হয় এবং কি কি কাজে ব্যায় হয়। মসজিদ, মিশন হাউস, জামাতী সেন্টার নির্মাণ, এম.টি.এর চ্যানেল, প্রকাশনার কাজ এবং কিছু অন্যান্য কাজ ও প্রকল্পও রয়েছে যেখানে এই চাঁদার অর্থ ব্যায় হয়। আফ্রিকা এবং আরও অন্যান্য দেশে ব্যায় হয়। এই সব কিছু আমি এই কারণে বলি যাতে মানুষ জানতে পারে যে কোথায় কোথায় ব্যায় হচ্ছে। অনেকে আমাকে পত্র লিখে জানান যে, খুতবা শুনে জানতে পারলাম যে, জামাতের এত ব্যাপক কর্মকাণ্ড রয়েছে এবং তাতে এত বিপুল ব্যায় হচ্ছে।

হুযুর বলেন, ডেনমার্কের জামাত ছোট হলেও এখানকার একশ শতাংশ খুদ্দামদেরকে চাঁদা ব্যবস্থাপনার অন্তর্ভুক্ত করা উচিত। আপনারা যুবকদেরকে নিয়ন্ত্রণ করলে তাদের অগ্রগতি হবে।

হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেছিলেন- " জাতির সংশোধন যুবকদের সংশোধন ব্যতিরেকে সম্ভব নয়।' আমি যে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, এর ব্যাজ তৈরী করে খুদ্দামরা যেন বুকে লাগায়, তা এই কারণে ছিল যাতে সব সময় একথা তাদের স্মরণে থাকে যে আপনাদের উপর এক মহান দায়িত্ব অর্পিত রয়েছে এবং ক্রমধারায় উন্নতি করে যেতে হবে।

হুযুর বলেন, যে সমস্ত খুদ্দাম একথা বলে যে, আমাদের ব্যায় অধিক আর উপার্জন কম, এই কারণে আমরা চাঁদা দিতে পারব না- তারা চাঁদা না দিলেও চাঁদার গুরুত্ব, তাৎপর্য এবং এর প্রয়োজনীয়তা যেন অনুভব করে।

হুযুর বলেন, তরবীয়ত করুন, আপনাদের চাঁদার সমস্যাবলী দূর হয়ে যাবে আর তৎসঙ্গে খুদ্দামরাও তৎপর হয়ে উঠবে। তরবীয়তের বিভাগটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মানুষের সঙ্গে কিভাবে সাক্ষাত করবেন, কিভাবে ব্যক্তিগত সম্পর্ক স্থাপন করবেন এবং কিভাবে বন্ধুত্ব স্থাপন করবেন তার জন্য স্কীম তৈরী করুন। সৎ কিম্বা অসৎ প্রত্যেকের সঙ্গেই বন্ধুত্ব করতে হবে এবং তার তরবীয়তের দিকে পূর্ণ মনোনিবেশ করতে হবে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, যুক্তরাজ্যে উত্তরের মজলিসগুলি সম্পর্কে অভিযোগ ছিল যে, তারা পিছিয়ে আছে এবং তৎপর নয় আর সেখানে কয়েকজন খুদ্দামও দূরে সরে গেছে। খুদ্দামুল আহমদীয়া তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে, সম্পর্ক স্থাপন করে। তাদের দল লন্ডনে এসেছে এবং আমার সঙ্গে সাক্ষাত করানো হয়েছে। এর ফলে তাদের মধ্যে সুস্পষ্ট পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছে। এখন শোনা যাচ্ছে, উত্তরের মজলিসগুলি লন্ডনের মজলিসগুলি থেকে এগিয়ে গিয়েছে।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশনা দিয়ে বলেন, আপনার তাজনীদ পূর্ণ করুন। কতগুলি মজলিস রয়েছে এবং কোথায় কোথায় কায়েদ নেই তা লক্ষ্য করুন। তাজনীদ পূর্ণ করার জন্য সেই সমস্ত মজলিসকে অনবরত বলতে থাকুন।

মুহতামিম তাজনীদকে হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, আপনি স্বল্প বয়সী যুবক। আপনি লেগে থেকে কাজ নিতে পারেন। তাহরীকে জাদীদে সকলকে সামিল করানোর চেষ্টা করুন।

মুহতামিম তাহরীকে জাদীদ বলেন, সত্তর জন খুদ্দাম তাহরীকে জাদীদে চাঁদা দিয়েছে। হুযুর বলেন, এর অর্থ হল, মজলিসের চাঁদার থেকে বেশি চাঁদা তারা তাহরীকে জাদীদে দিয়েছে। এটিকে আরও বাড়ানো যেতে পারে। এর অর্থ হল খুদ্দামদের কাছ থেকে মাসিক চাঁদা সংগ্রহের ক্ষেত্রে শিথিলতা রয়েছে। তাহরীকে জাদীদের চাঁদায় অংশগ্রহণকারী খুদ্দামদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

হুযুর মুহতামিম মালকে বলেন, যে সমস্ত ছাত্ররা উপার্জন করে, তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত করুন আর যারা উপার্জন করে না তাদের পৃথক তালিকা প্রস্তুত হওয়া উচিত। হুযুর বলেন, পরিশ্রম করুন।

হুযুর বলেন, সর্বপ্রথম আমেলার সদস্যরা নিজেদেরকে পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অভ্যস্ত করে তুলুন। এরপর পরবর্তী পরিকল্পনা গ্রহণ করুন। 'সানাত ও তিজারত' (বানিজ্য ও কারিগরি) মুহতামিম কে হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনার যা কিছু পরিকল্পনা রয়েছে তার উপর কাজ করুন।

মুহতামিম ইশাতকে হুযুর আনোয়ার তার কাজ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন, যার উত্তরে তিনি বলেন, 'নূর' নামে আমাদের একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা রয়েছে। কিন্তু এটি নিয়মিত নয়। এই পত্রিকাটি ডেনিশ ভাষায় প্রকাশিত হয়। হুযুর আনোয়ার বলেন, এই পত্রিকা নিয়মিত প্রকাশিত করুন। এই পত্রিকা যদি পূর্বে বন্ধ ছিল, এর প্রকাশনা বন্ধ ছিল, তবে এর পুনঃপ্রকাশনার ব্যবস্থা করুন। উন্নয়নশীল জাতিগুলি চলমান কাজ বন্ধ করে দিয়ে থেমে যায় না আর বসে থাকে না। মুহতামিম সাহেব রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ' পুস্তকটির ডেনিশ অনুবাদের কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। এই কাজটি সম্পাদন করেছে খুদ্দামদের টিম। বর্তমানে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর পুস্তক 'গুনাহ সে কিউঁকর নাজাত মিল সাকতি হ্যায়'- এর অনুবাদ হচ্ছে।

হুযুর নির্দেশ দিয়ে বলেন, 'লাইফ অফ মুহাম্মদ অধিক হারে বিতরিত হওয়া চায়।

মুহতামিম আমুমীকে হুযুর আনোয়ার ডিউটি সংক্রান্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন। মুহতামিম সাহেব বলেন, এই সময় ৬৫ জন খুদ্দাম বিভিন্ন বিভাগে ডিউটি দিচ্ছেন।

এছাড়াও আতফালরাও ডিউটিতে রয়েছে। হুযুর আনোয়ারের আগমণের ফলে খুদ্দামরা অনেক বেশি তৎপর হয়ে উঠেছে।

মুহতামিম তালীম নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, ২০১৬ সালের পাঠক্রম খুদ্দামদেরকে দেওয়া হয়েছে। পুস্তক অধ্যয়নের জন্য রয়েছে বারকাতুদ দোয়া এবং 'গুনাহ নাজাত কিঁউকার মিল সাকতি হ্যায়'।

হুযুর আনোয়া বলেন, খুদ্দামদের অধ্যয়নের জন্য বই পুস্তক দেওয়া হয়ে থাকে তা যেন ডেনিশ ভাষাতেও থাকে। পুস্তক দেওয়ার পর বসে থাকবেন না। প্রত্যেক খুদ্দামের কাছে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে যে, সে পড়েছে কি না। যথারীতি ফিডব্যাক বা প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করুন। যে সমস্ত বই পুস্তক তাদেরকে অধ্যয়নের জন্য দিয়ে থাকেন সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ ওয়েব সাইটে দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন বা প্রিন্ট করে খুদ্দামদেরকে দিবেন।

হুযুর বলেন, আল-ফযল রাবোয়াতে আমার খুতবা প্রশ্নোত্তর আকারে প্রকাশিত হয়। আপনারাও খুতবার মধ্য থেকে প্রশ্নোত্তর বের করে সেগুলির ডেনিশ অনুবাদ নিজেদের পত্রিকায় প্রকাশ করুন। পত্রিকা প্রারম্ভে থাকবে কুরআন করীমের আয়াত, এর অনুবাদ এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা। এর পরে থাকবে হাদীস, হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী এবং আমার খুতবা। নির্বাচন করে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিয়ে দিবেন।

মুহতামিম তবলীগ নিজের রিপোর্ট উপস্থাপন করে বলেন, খুদ্দামদের মাধ্যমে কোন বয়আত হয় নি। আমরা ফ্লাইয়ার বিতরণ করি। এটি আমাদের একটি মূখ্য তবলীগি প্রোগ্রাম। হুযুর আনোয়ার বলেন, দুটি কাজ পৃথক পৃথক হওয়া কাম্য। ফ্লাইয়ার বিতরণের কাজ পৃথক হতে হবে আর তবলীগের কাজ পৃথক হবে। নিজেদের বন্ধুদেরকে তবলীগ করুন। তবলীগি যোগাযোগ তৈরী করুন। কোন তবলীগি প্রোগ্রাম ছাড়াই কেবল ফ্লাইয়ার বিতরণ করে তবলীগের কাজ সম্পূর্ণ হবে না।

হুযুর বলেন, আপনাদের দেশের জনসংখ্যা হল পঞ্চান্ন লক্ষ। এদের মধ্যে দুই লক্ষ মুসলিম রয়েছেন। পাকিস্তানি, আরব, পূর্ব ইউরোপের জাতিসমূহ এবং ইউরোপের অন্যান্য জাতি, স্থানীয় ডেনিশ সকলের কাছে দাওয়াতে ইলাল্লাহ্‌র কাজের জন্য দল গঠন করুন এবং যথারীতি পরিকল্পনা প্রনয়ণ করে তবলীগ করুন। প্রারম্ভে আপনাদের দশ শতাংশ খুদ্দামও যদি তবলীগের জন্য এগিয়ে আসে তবে তা খুবই ভাল।

হুযুর আনেয়ার বলেন, এমন খুদ্দামদের খুঁজে বের করুন যারা ধর্মের জ্ঞান রাখে বা তাদেরকে বই পুস্তক দিয়ে ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী করে তোলা হোক যাতে তারা নিজেদের বন্ধু-বান্ধবদের মধ্যে তবলীগ করে। অনুরূপভাবে যে সমস্ত খুদ্দামরা তৎপর নয় তাদেরকে যদি কাছে নিয়ে আসেন আর তাদের কার্যকরিতা ব্যাবহারযোগ্য হয়, তবে তাদের দ্বারাও তবলীগের কাজ নিন। প্রয়োজন এবং পরিস্থিতি অনুসারে তবলীগের জন্য পথ খুঁজে বের করুন।

মুহতামিম আমুলে তোলেবা নিজের রিপোর্ট পেশ করে বলেন, আমাদের ৭০ জন খুদ্দামের মধ্যে ১৮ জন মাস্টার কোর্সে উত্তীর্ণ হয়েছেন।

হুযুর বলেন, আপনার কাছে যাবতীয় নথি থাকা উচিত যে, কতজন কলেজ, ইউনিভার্সিটি এবং হাইস্কুল স্তরে শিক্ষার্জন করছে। তাদের তালিকা যেন তৈরী থাকে। আপনাদের ছাত্রদেরকে সংঘবদ্ধ করুন এবং তাদের অনুষ্ঠানের আয়োজনও করুন।

মুহতামিম আতফাল বলেন, আতফালের তাজনীদ ২৯। হুযুরের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খুদ্দামদের ইজতেমার সময় আতফালদের পৃথক অনষ্ঠান হয়ে থাকে। আতফালদের পৃথক ইজতেমার আয়োজন হয়। হলঘরে আতফালদের জন্য পৃথক জায়গা থাকে। আতফালদের বাৎসরিক চাঁদা হল পঁচিশ ক্রোনার।

হুযুর জিজ্ঞাসা করেন কতজন আতফাল চাঁদা দেয়? এর উত্তরে মুহতামিম সাহেব বলেন, সাত-আট জন আতফাল চাঁদা দেয়। হুযুর বলেন, বাকি আতফালদের কাছ থেকেও চাঁদা নিন। তাদের এমনভাবে তরবীয়ত করুন যাতে নিজেরাই পকেট থেকে চাঁদা বের করে দেয়। যারা পঁচিশ ক্রোনা দিতে পারবে না তারা যেন পাঁচ-দশ ক্রোনার দেয়। এইভাবে তাদের মধ্যে চাঁদা দেওয়ার অভ্যাস গড়ে উঠবে।

হুযুর আনোয়ার নির্দেশ দিয়ে বলেন, সমস্ত আতফালকে ওয়াকফে জাদীদের চাঁদায় সামিল করুন। আপনার ওয়াকফে জাদীদ বিভাগকে সক্রিয় করুন।

খুদ্দামুল আহমদীয়ার সদর সাহেব বলেন, খুদ্দামদের জরিপ করার জন্য আমরা একটি মাসিক ফর্ম তৈরী করেছি। এতে নামায এবং তিলাওয়াতের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়েছে। এনিয়ে কয়েকজন খুদ্দাম আপত্তি করেছে যে, এগুলি তাদের ব্যক্তিগত বিষয়। হুযুর বলেন, আপনি আপনার প্রশ্ন গুলি এভাবে রাখুন যে, এই মাসে কি আপনি প্রায় নামায বা-জামাত পড়েছেন? নামায পড়ার দিকে মনোযোগ থেকেছে? নিয়মিত নামায পড়েছেন কি?

হুযুর বলেন, সোসাল সাইন্স বিষয় নিয়ে অধ্যয়নরতদের দিয়ে এখানকার মনঃস্তত্ত্ব অনুসারে প্রশ্নোত্তর তৈরী করুন। হুযুর বলেন, আপনি ইজতেমার সময় সাধারণ প্রশ্নোত্তরের একটি মিটিংয়ের আয়োজন করুন আর সেখানে খুদ্দামদেরকে প্রশ্ন করুন যে, আমাদেরকে কেন্দ্রে রিপোর্ট পাঠানোর জন্য এই তথ্যাবলীর প্রয়োজন হয়, আমরা কি ধরনের প্রশ্ন তৈরী করব যাতে অনায়াসেই সেগুলির উত্তর দিতে পারি এবং নিজেদের রিপোর্ট কেন্দ্রে পাঠাতে পারি।

সকলের মত সংগ্রহ করুন এবং বলুন মত সংগ্রহের পর এই রূপরেখা দাঁড়াচ্ছে কিম্বা এই রূপরেখায় কিছু পরিবর্তন এনে এমনটি করা হোক। এইভাবে তাদের মতামতের পাশাপাশি প্রশ্নপত্রও চূড়ান্ত করে নিন।

হুযুর বলেন, যেখানে এই ধরণের পরিস্থিতি দেখা দেয়, সেখানে তাদের বিশ্বাস অর্জনের জন্য নতুন পথ অবলম্বন করুন। এখানকার মানুষ এক স্বাধীন ও খোলামেলা পরিবেশে অভ্যস্ত। এদের চিন্তাধারা ভিন্ন ধরণের হয়ে গেছে। তাই এদেরকে সামলানোর জন্য আমাদেরকেও নতুন উপায় বের করতে হবে। যেখানে আপত্তি দেখা দেয়, সেখানে তাদের কাছে গুরুত্ব স্পষ্ট করার পর তাদেরকে বলুন যে, আমাদেরকে কি উপায় অবলম্বন করতে হবে। যে ভিত রচিত হবে সেটিই ভবিষ্যতে কাজে আসবে।

হুযুর বলেন, এই ধরণের প্রশ্ন তৈরী করা যেতে পারে যে, এই সপ্তাহে কি নিয়মিত নামায পড়েছেন? অধিকাংশ নামায কি বা-জামাত পড়েছেন? চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি? পুস্তক অধ্যয়নের বিষয়ে প্রশ্ন করা যেতে পারে। হুযুর বলেন, এখানকার শিক্ষিত ছেলেদের দিয়ে প্রশ্ন তৈরী করুন আর ইজতেমায় এই অনুষ্ঠানটি রাখুন। মুরুব্বী ফালাহুদ্দীন সাহেবকেও উত্তর দেওয়ার জন্য সামনে বসতে দিন। আপনাদেরকে তবলীগের জন কোন কোন উপায় খুঁজে বের করতেই হবে। আপনাদেরকে যুবকদেরকে বিপথগামী হওয়া থেকে রক্ষা করতে হবে। আপনাদের সব সময় দৃষ্টিপটে থাকা উচিত যে, আপনি কিভাবে তাদেরকে রক্ষা করবেন এবং কোন কোন নতুন পথ খুঁজে বের করা যেতে পারে।

লিফলেট বিতরণ প্রসঙ্গে হুযুর আনোয়ার বলেন, জার্মানী এবং যুক্তরাজ্যের সফলভাবে উত্তীর্ণ মুরুব্বীদেরকে স্পেনে পাঠানো হয়েছিল আর তাদেরকে এক মাস সময় দেওয়া হয়েছিল। সেই সময়ের মধ্যে তারা সাড়ে পাঁচ লক্ষের বেশি লিফলেট বিতরন করেছে, সেখানকার মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ করেছে এবং তাদের সঙ্গে কথাবার্তাও বলেছে। তাদের পক্ষ থেকে অসাধারণ ফিডব্যাকও পাওয়া গেছে। হুযুর বলেন, আপনাকে এই প্রভাব তৈরী করতে হবে যে আপনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। হুযুর বলেন, নিজের লক্ষ্যমাত্রা সব সময় বড় রাখবেন। একদিনে দশ হাজার লিফলেট বিতরণের লক্ষ্যমাত্রা যথাযথ।

খুদ্দামুল আহমদীয়ার আমেলা সদস্যদের সঙ্গে এই মিটিং দুটো দশ মিনিটে সমাপ্ত হয়।

হুযুর আনোয়ারের সঙ্গে আতফালদের ক্লাস

সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় হুযুর আনোয়ার লাজনা হলে আসেন যেখানে আতফাল ও নাসেরাতের পৃথক পৃথক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়।

প্রথমে আতফালদের ক্লাস আরম্ভ হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় কুরআন মজীদের তিলাওয়াতের মাধ্যমে। স্নেহাশিস সায়েম আহমদ তিলাওয়াত করেন আর এর উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করে মুহাম্মদ আনসার মাহমুদ। হুযুর বলেন, আপনি কেবল উর্দু অনুবাদ উপস্থাপন করলেন। বাচ্চারা এর বুঝল কী? তাদেরকে বোঝানোর জন্য ডেনিশ অনুবাদ হওয়া উচিত ছিল। তারা তো বুঝতেই পারল না যে আয়াতগুলির অর্থ কি আর এগুলি কি জিনিস।

এরপর স্নেহাশিস শিয়ান মাহদী হাদীস উপস্থাপন করেন।

হাদীস: হযরত আইয়ুব আনসারী (রা.) বর্ণনা করেন, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর কাছে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমাকে এমন কোন কর্মবিধি বলে দিন যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং আগুন থেকে দূরে নিয়ে যাবে। তিনি (সা.) বললেন, আল্লাহ্‌র ইবাদত কর। তাঁর সঙ্গে কাউকে শরিক করো না। নামায পড়, যাকাত দাও, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা কর, অর্থাৎ আত্মীয়দের সঙ্গে ভালবাসা সহকারে বসবাস কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, আপনি কুরআন করীমে তিলাওয়াত করেছেন। হাদীসও পাঠ করেছেন। এ থেকে আপনি কতটুকু বুঝেছেন।

কুরআন করীমে আয়াতে 'তাওয়াক্কুল' অর্থাৎ আল্লাহ্‌র উপর নির্ভরশীলতার বিষয়ে বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপরে নির্ভর করা কি? হুযুর বলেন, আল্লাহ্‌র উপর নির্ভর করার

অর্থ হল, তিনিই সমস্ত কিছু দান করেন কেবল তাঁরই উপর নির্ভর করে থাকতে হবে। খোদা তা'লাকে সমস্ত কিছুর রক্ষাকর্তা হিসেবে জ্ঞান করতে হবে। তোমরা পড়াশোনা কর, পরিশ্রম কর। পুরো পরিশ্রমের পর আল্লাহ্ তা'লার উপর আস্থা রাখ যে, তিনি যেন তোমাদেরকে ভালভাবে পরীক্ষা দেওয়ার তৌফিক দান করেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করতে থাক। মানুষের মুখাপেক্ষী না হয়ে খোদা তা'লার কাছে আশা কর।

হুযুর বলেন, বল তো শিরক্ কি জিনিস? শিরকের অর্থ হল খোদা তা'লার বিপরীতে অপর কাউকে খোদা মনে করা, কেবল তারই কাছে যাচনা করা এবং ইবাদত করা। কাফেররা মূর্তি পূজো করত। এভাবে তারা শিরক করত। খোদার বিপরীতে তাদের উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল। খানা কাবায় মূর্তি রাখা হয়েছিল, তারা সেগুলির পুজো করত। এইভাবে তারা শিরক করত।

যাকাত সম্পর্কে হুযুর বলেন, এর অর্থ হল খোদা তা'লার পথে খরচ করা যাতে তিনি সেই সম্পদ পবিত্র করে দেন এবং তোমাদের সম্পদ বৃদ্ধি করেন।

কুরআন করীমে নির্দেশ রয়েছে নামায পড়ার। যাকাত দেওয়ার। এর অর্থ হল খোদা তা'লার পথে খরচ কর। দান-খয়রাত কর, চাঁদা দাও, মানুষের প্রতি সহানুভুতিশীল হয়ে তাদের জন্য খরচ কর, ধর্মের সেবার জন্য খরচ কর, সদকা কর- এই সব কিছুই যাকাতের অন্তর্ভূক্ত।

এছাড়াও ইসলামে একটি বিশেষ প্রকারের চাঁদাকে যাকাত বলা হয় আর একটি নির্দিষ্ট মান রয়েছে। যে সমস্ত ব্যক্তি এক বছর সময়কাল পর্যন্ত একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ ব্যাঙ্কে সঞ্চিত রাখে, একবছর পর সেই সঞ্চিত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ খোদা তা'লার পথে খরচ করে থাকে। এছাড়াও সোনার যাকাত রয়েছে, রূপার যাকাত রয়েছে। এই দুটির একটি নির্দিষ্ট হার রয়েছে। বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর এর চল্লিশভাগের এক ভাগ যাকাত প্রদান করা হয়। এই সমস্ত বস্তুতে মহানবী (সা.)-এর যুগ থেকেই যাকাত নির্ধারিত হয়ে আছে। এছাড়াও আরও কিছু জিনিস আছে যেগুলির উপর যাকাত ধার্য করা হয়।

হুযুর বলেন, আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করা কাকে বলে? এর অর্থ আত্মীয়দের মধ্যে পরস্পর উত্তম আচরণ করা। নিজেদের মধ্যে মিলেমিশে থাকা, ভালবাসার সঙ্গে থাকা। যদি তোমরা পরস্পর নিজেদের তুতো ভাই-বোনদের সঙ্গে ঝগড়া কর তবে এটি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা নয়। আত্মীয়তা বন্ধন হল, ভাই, তুতো ভাই-বোন এবং অন্যান্য আত্মীয়রা পরস্পরের প্রতি যত্নবান থাকা। এর পর স্নেহাশিস মুগীস আহমদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর মালফুযাত থেকে একটি উদ্ধৃতি উপস্থাপন করে।

'নামায হল খোদা তা'লার অধিকার, এটি যথাযথভাবে পূর্ণ কর। .....যদি সমস্ত পরিবার ধ্বংস হলেও নামায ত্যাগ করো না। কাফের (অস্বীকারকারী) ও মুনাফিক-রাই (কপট) নামাযকে মন্দ বলে আর তারা বলে, নামায আরম্ভ করার ফলে আমার অমুক অমুক ক্ষতি হয়েছে। নামায কখনোই খোদার প্রকোপ থেকে রক্ষা লাভের মাধ্যম হতে পারে না যারা নামাযকে মন্দ বলে। তাদের নিজেদের মধ্যেই বিষ থাকে, যেভাবে অসুস্থকে মিষ্টিও তেতো লাগে, অনুরূপে তারা নামাযে আনন্দ পায় না। এটি ধর্মকে যথাযথ করে, চরিত্র গঠন করে এবংপৃথিবীর সংশোধন করে। নামাযের আনন্দ ও স্বাদ পৃথিবীর সকল আনন্দ ও স্বাদের থেকে অধিক। দৈহিক আনন্দ-উপভোগের জন্য হাজার হাজার ব্যায় করা হয় আর তার পরিণাম হয় রোগ-ব্যাধি। আর এটি হল বিনামূল্যের বেহেশত যা সে লাভ করে থাকে। কুরআন করীমে দুইটি জান্নাতের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের মধ্যে একটি ইহজাগতিক জান্নাত আর সেটি হল নামাযের আনন্দ।"

(মালফযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৫৯১-৫৯২)

এরপর স্নেহাশিস ফারায আহমদ হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর নযম পরিবেশন করে।

'কভি নুসরত নেহিঁ মিলতি দারে মৌলা সে গান্দোঁ কো, কভি যায়া নেহিঁ কারতা ওহ আপনে নেক বান্দোঁ কো।'

এরপর মুদাস্সের আহমদ ডেনমার্কের বিষয়ে একটি তথ্যমূলক প্রবন্ধ উপস্থাপন করে। এরপর শামায়েক আহমদ 'মসজিদ নুসরাত জাহাঁ-র উপর একটি বক্তব্য রাখে।

মুদাস্সির আহমদ নিজের বক্তব্যে বলে, মসজিদ উদ্বোধনের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রহ.) ১৯৬৭ সালের ২০ শে জুলাই ট্রেনে করে কোপেনহেগান শহরে আসেন।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ট্রেনে করে কোথায় এসেছিলেন সেকথার উল্লেখ নেই। মুদাসসির আহমদ উত্তর দেয়, হামবার্গ (জার্মানী) থেকে ট্রেনে করে ডেনমার্ক এসেছিলেন। জার্মানী থেকে ডেনমার্ক পথে সমুদ্র রয়েছে। গোটা ট্রেন ফেরিতে চাপানো হয় এবং অপর প্রান্তের বন্দর থেকে বেরিয়ে নিজের রেলট্র্যাকে চলে আসে।

এরপর মসজিদ নুসরাত জাহাঁর গোড়াপত্তনের ভিডিও দেখানো হয়। এতে সাহেবযাদা মির্যা মুবারক আহমদ সাহেবকে মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করতে দেখা যায়। ১৯৬৬ সালের ৬ই মে এই ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়। এই ভিডিওতে হযরত চৌধুরী স্যার যাফরুল্লাহ খান সাহেবকে নামাযের ইমামতি করতে দেখানো হয়েছে।

একটি বাচ্চাছেলে প্রশ্ন করে যে, আমরা নামায পড়ছি, নামায এখন সম্পূর্ণ হয় নি, এমতাবস্থায় ইমাম বা-জামাত নামায শুরু করে দেন, তবে আমাদের কি করণীয়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, ফরয নামায অধিক গুরুত্বপূর্ণ। তোমরা যখন সুন্নত পড়ছ আর অন্যদিকে ফরয নামায আরম্ভ হয়ে যায়, তখন সুন্নত ছেড়ে দিয়ে ফরয নামাযে যোগ দাও। আর এই সুন্নত পরে পড়ে নাও। হুযুর বলেন, ইমামের সঙ্গে বা-জামাত নামায পড়া বেশি আবশ্যক এবং বেশি পুণ্য ও কল্যাণের কারণ হয়ে থাকে। এর ফলে ঐক্য ও সংহতি তৈরী হয়। আর এই আদেশও রয়েছে যে একজন ইমামের পিছনে চল।

হুযুর বলেন: ফরয হল এমন একটি বিষয় যা তোমাদের জন্য অবশ্য করণীয়। ইমাম যদি ফরয নামায পড়ায়, তাহলে সুন্নত ও নফল বাদ দিয়ে ইমামের সঙ্গে যোগ দিতে হবে। ফরয নামায যথাসময়ে পড়া আবশ্যক এবং সুন্নত আঁ হযরত (সা.) পড়ে দেখিয়েছেন এবং তা পড়ার উপর জোর দিয়েছেন। কিন্তু সেটিকে আগে বা পরে পড়া যেতে পারে; কিন্তু সুন্নত নামায পড়ার জন্য ফরয নামায এগিয়ে নিয়ে যাওয়া বা পিছিয়ে নিয়ে আসা যায় না।

হুযুর আনোয়ার বলেন: ফরয নামায যদি মসজিদে বা-জামাত হয়, তবে আপানকে অব্যশই ইমামের পিছনে তা পড়তে হবে। অন্যান্য সমস্ত কিছু পিছনে থেকে যাবে। এক ইমামের অনুসরণের ফলে ঐক্য প্রকাশ পায়। এই কারণে আল্লাহ্ তা'লা এর পুণ্যও কয়েকগুণ বেশি রেখেছেন। তিনি বলেছেন তোমরা এক হলে তোমাদের উপর আশিস বর্ষিত হবে। নামায বা-জামাত পড়ার ফরে পরস্পরের আধ্যাত্মিক মর্যাদার প্রভাব পরস্পরের উপর পড়ে থাকে।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে আমরা টুপি কেন পরি? এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার (আই.) বলেন: ইসলাম বলে, তোমরা যখন আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হও তখন তোমরা নিজেদের মাথা ঢেকে নাও। এটি হল একটি শিষ্টাচারের প্রতীক। ইংরেজরা বলে, শিষ্টাচারের প্রতীক এই যে, যখন তারা কারো সঙ্গে সাক্ষাত করে তখন হ্যাট পরিহিত থাকলে তা খুলে দিয়ে বিনত হয়। তারা বলে এর ফলে পরস্পরকে সম্মান জানানো হয়। এরা একটি প্রথা বা রীতি বানিয়ে রেখেছে।

হুযুর বলেন, হজ্জের সময় আল্লাহ্র দরবারে উপস্থিত হওয়া একটি বিরাট মর্যাদার বিষয়। সেই সময় মানুষ খোদার পথে নিজের সব কিছু ভুলে যায় এবং সব কিছু থেকে ভ্রুক্ষেপহীন হয়ে খোদার দরবারে উপস্থিত হয়। হজ্জ করার সময়ে টুপিও খুলে দিয়ে, মাথা কামিয়ে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে উপস্থিত হওয়ার এমন এক আধ্যাত্মিক অবস্থা বিরাজ করে যা উপস্থিত ব্যক্তির ঐশী প্রেমের পরম পর্যায় হয়ে থাকে।

হুযুর আনোয়ার বলেন: আমরা যে টুপি পরি তা হল শিষ্টাচার এবং অপরের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য।

অন্যান্য অনেক আরব মুসলিম জাতি রয়েছে যারা টুপি ছাড়াই নামায পড়ে। যদি তোমরাও কখনো টুপি না পাও তবে টুপি ছাড়া নামায পড়তে পার, কিন্তু টুপি পরে নামায পড়ার চেষ্টা করা উচিত।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, হুযুর যখন জানতে পারলেন যে, তিনি খলীফা হবেন, তখন তিনি কিরকম অনুভব করছিলেন।

হুযুর বলেন: আমি কয়েকবার আপনাদেরকে বলেছি যে, এম.টি.এ তে এ বিষয়ে দেখানো হয়ে থাকে। ভিডিও দেখে নিও। অনেক কঠিন এবং অনেক বড় দায়িত্ব এটি। এই কারণে অনেক বড় বোঝা অনুভুত হয়।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, হুযুর আনোয়ার বিভিন্ন দেশে সফর করেন। হুযুরের কি কোন ছুটির দিন থাকে?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর বলেন: কোন ছুটি থাকে না। সপ্তাহের সাতটি দিনই কাজ করি। কাজের ফাঁকে যে টুকু সময় মাঝে মধ্যে পেয়ে যাই, সেটুকুই ছুটি। চার-পাঁচ মাস পরে কয়েক ঘন্টার বা দুই-একদিনের অবসর পেয়ে যাই। আপনারা সপ্তাহান্তে ছুটি যাপন করেন, কিন্তু আমি করি না।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, মুসলমানরা হজ্জে কেন যায়?

এই প্রশ্নের উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: ইসলামের পাঁচটি মূল স্তম্ভ রয়েছে। কলেমা, নামায, রোযা,

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Sub-editor: Mirza Safiul Alam
Mobile: +91 9 679 481 821
e-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

সাপ্তাহিক **বদর** কাদিয়ান The Weekly **BADAR** Qadian

Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA Qadian - 143516

POSTAL REG NO GDP- 43 / 2017 -2019 Vol. 3 Thursday, 3 May, 2018 Issue No.18

MANAGER
NAWAB AHMAD
Phone: +91 1872-224 -757
Mob: +91 9417 020 616
e.mail:managerbadrqnd@gmail.com

ANNUAL SUBSCRIPTION : Rs.500/- (Per Issue : Rs. 9/-) (WEIGHT: 20-50 gms/issue)

যাকাত ও হজ্জ। এই পাঁচটি মৌলিক জিনিস রয়েছে। হজ্জও একটি ইবাদত। কিন্তু এটি সকলের জন্য আবশ্যক নয়। এটি কেবল তাদের জন্য আবশ্যক যাদের কাছে যাত্রার খরচ, পথের নিরাপত্তা ও শান্তি রয়েছে এবং হজ্জের ক্ষেত্রে কোন বাধা নেই। জীবনে একবার হজ্জ করা হলেই তা যথেষ্ট।

হুযুর বলেন: খানা কাবা হল আল্লাহ্ নির্মিত প্রথম গৃহ। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, এটি আমার প্রথম ঘর। খুব সম্ভব আকাশ থেকে কোন উল্কা পিণ্ড সেখানে পড়েছিল। বিভিন্ন গ্রহ থেকে প্রস্তর খণ্ড ভেঙ্গে এক স্থানে একত্রিত হয়েছে এবং এর মাধ্যমে এই নির্মাণের সূচনা হয়েছিল। পরে এটি ধ্বংস হয়ে যায় এবং হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং ইসমাঈল (আ.) এটির প্রথম ভিত্তির উপর পুণঃনির্মাণ করেন। অতঃপর মহানবী (সা.)-এর যুগে পুনরায় ভুপতিত হয়। তাঁর যুগে পুনরায় পূর্বের ভিতের উপর নির্মাণ করা হয়। 'হাজরে আসওয়াদ' বা কালো পাথর স্থাপনের জন্য বিবাদের সূত্রপাত হয়েছিল। মহানবী (সা.) সেই সময় চাদর পেতে দিয়ে তাতে কালো পাথরটি রেখে দিয়ে সর্দারদেরকে চাদরের চার প্রান্তকে ধরতে বললেন। মহানবী (সা.) কালো পাথরটিকে নিয়ে যথাস্থানে রেখে স্থাপন করে দেন। এইভাবে মহানবী (সা.)-এর যুগে যখন খানা কাবার নির্মাণ হয় তখন তার মূল কাজটি আল্লাহ্ তা'লা আঁ হযরত (সা.)-এর মাধ্যমেই সম্পন্ন করেন।

হুযুর বলেন: অতএব হজ্জ হল একটি ইবাদত, যেমন অন্যান্য ইবাদত রয়েছে। কিন্তু সেইভাবে সকলের জন্য আবশ্যক নয় যেভাবে নামায প্রত্যেকের জন্য আবশ্যক।

হুযুর আনোয়ার বলেন: হজ্জের ইবাদতে বিভিন্ন নিয়ম-পদ্ধতি রয়েছে, যার মধ্যে একটি হল তোয়াফ করা। হযরত ইব্রাহিম (আ.) এবং হযরত ইসমাঈল (আ.)-এর কুরবানীকে স্মরণ করা, আল্লাহ্র কাছে একথা ব্যক্ত করা যে, আমরা কিছুই নয়, আর 'লাব্বায়েক লাব্বায়েক ধ্বনি উত্থিত করা-এগুলি সবই ইবাদত যা করা হয়ে থাকে। এটি আবশ্যক ইবাদত নয়, বরং শর্তসাপেক্ষ। যদি তোমার কাছে অর্থ থাকে, শরীর সুস্থ থাকে, পথে কোন বিপদ ও বাধা-বিপত্তি না থাকে, যেমন আহমদীদেরকে সরকারের পক্ষ থেকে সেখানে যেতে বাধা দেওয়া হয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীরা হজ্জের জন্য যায়। যদি সমস্ত কিছু অনুকুলে থাকে আর শর্ত পূর্ণ হয় আর কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে তবে তোমার হজ্জে যাওয়া উচিত।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, হুযুরের পছন্দের নযম কোনটি?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন, সব নযমই ভাল, প্রত্যেকটি নযমেই কোন কোন উচ্চাঙ্গের পঙক্তি থাকে যা অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে থাকে।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে যে, রোযা রাখার বয়স কত হওয়া বাঞ্ছনীয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: আপনারা যারা এখানে বসে আছেন তাদের মধ্যে কারোর বয়সই রোযা রাখার মত নয়। কিন্তু অভ্যাসের জন্য দুই-একটি রোযা খুশি মত রাখ। যদি স্বাস্থ্য ভাল থাকে, বলিষ্ঠ দেহ থাকে তবে অভ্যাসের জন্য এর বেশি রোযাও রাখতে পারে, কিন্তু যারা শীর্ণকায় তারা যেন না রাখে।

হুযুর আনোয়ার বলেন, ছাত্রদের উপর পড়ালেখার চাপও থাকে। সেই সময় হয়তো পরীক্ষাও হয়, এই জন্য তোমাদের মধ্যে কেউই রোযা রাখার বয়সে পৌঁছায় নি। কিন্তু যখন তোমরা সতেরো কিম্বা আঠারো বছর বয়সের যুবকে পরিণত হও, সেই সময় রোযা রাখা উচিত। কিন্তু এর পূর্বে রোযা রাখার অভ্যেস গড়ে তোলা উচিত।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানী (রা.) এক স্থানে লিখেছেন যে, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আমাকে প্রথম রোযা সেই সময় রাখতে দিয়েছিলেন, যখন আমার বয়স এগারো কিম্বা বারো ছিল। এর পূর্বে রোযা রাখার অনুমতি দেন নি। এরপর পনোরো, ষোল এবং সতেরো বছর বয়স পর্যন্ত মাঝে মধ্যে কয়েকটি করে রোযা রাখতাম আর আঠারো বছরে পুরো রোযা রাখা আরম্ভ করি।

হুযুর বলেন: যারা চার-পাঁচ বছর বয়সের বাচ্চাদের রোযা রাখতে বাধ্য করে, বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে তা কোনভাবেই সঠিক নয়। একবার পাকিস্তানের সংবাদ পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল যে, পাঁচ-ছয় বছরের বাচ্চাকে রোযা রাখতে বাধ্য করা হয়েছে। বাচ্চা পিপাসার্ত হয়ে পানির দিকে ছুটে গিয়েছিল। তাকে ঘরে বন্ধ করে রাখা হয়। সন্ধ্যায় রোযা খোলার সময় তার বন্ধুদেরকে নিমন্ত্রন জানানো হয় যে, আমাদের বাড়িতে আমাদের বাচ্চা প্রথম রোযা রেখেছে। দরজা খুলে দেখল বাচ্চা মৃত অবস্থায় পড়ে আছে। সে পিপাসার্ত অবস্থায় মারা যায়। এটি তো অত্যাচার। যখন সহ্য করার বয়স হয় তখন রোযা রাখা উচিত।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে, আমরা নামায কেন পড়ি?

হুযুর উত্তর দেন, এইজন্য পড়ি যে, যাতে আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং এত কিছু দান করেছেন। আমরা আল্লাহ্ তা'লাকে বিশ্ব-ব্রহ্মান্ডের প্রভু-প্রতিপালক বলে বিশ্বাস করি।। তিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, আমাদের লালন-পালন করেছেন, আমাদেরকে পিতা-মাতা দিয়েছেন, যারা আমাদের খেয়াল রাখেন এবং আমাদের পড়াশোনার সুযোগ করে দিয়েছেন, আমাদের পানাহারের ব্যবস্থা করেছেন এবং আরও অনেক বিষয়াদি রয়েছে। কেউ দরিদ্র হলেও সে নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট রয়েছে। ধনী হলেও সে আনন্দে রয়েছে। অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য আমরা নামায পড়ি। এর ফলে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সম্পর্ক তৈরী হয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এর ফলে আরও পুরস্কারে ভূষিত করব। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের জন্য ইবাদত করা আবশ্যক করেছেন, এমনকি তিনি বলেছেন, তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হল যেন তোমরা আমার ইবাদত কর।

হুযুর আনোয়ার বলেন, জন্তুরাও তো পানাহার করে আর পৃথিবী থেকে বিদায় নেয়। অতএব এটি তোমাদের কাজ নয়, বরং তোমাদের কাজ হল নিজেদের বুদ্ধি প্রয়োগ কর এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃতজ্ঞ বান্দা হও। কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের আরও একটি পদ্ধতি হল, তার ইবাদত কর, বরং সব থেকে বড় উদ্দেশ্যই হল তাঁর ইবাদত কর যাতে আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে আরও দানে ভূষিত করবেন।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, পানি বসে কেন পান করতে হয়?

হুযুর আনোয়ার বলেন: বসে পানি পান করা ভাল কথা, বসে পান করা সুন্নত, বসে ধীরে সুস্থে পানি পান করা উচিত। তাড়াহুড়ো করে কোন কাজ করা উচিত নয়। যদি কোন বাধ্যবাধকতা থাকে তবে দাঁড়িয়ে পান করা যেতে পারে। কোন পাপ হবে না। অনেক স্থানে গ্লাসের সঙ্গে শেকল বাঁধা থাকে, যে কারণে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পান করতে হয়। গ্লাস না থাকলে নীচু হয়ে পানি খেতে হয়। এমন পরিস্থিতিতে খেয়ে নাও। কিন্তু সন্তর্পনে এবং ধীরে ধীরে পানি পান কর এবং আল্লাহ্র প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে করতে পানি পান কর। বসে পান করাই শিষ্টাচার।

এক বাচ্চা প্রশ্ন করে কায়েদা কেন পড়তে হয়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: কায়দা এই জন্য পড় যাতে তোমরা কুরআন করীম পড়া শিখতে পার। তোমরা স্কুলে গেলে সরাসরি তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হও না, প্রথমে নার্সারীতে যাও, তারপর প্রথম শ্রেণী এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে যাও তারপর তৃতীয় শ্রেণীতে যাও। অনুরূপভাবে কায়েদা পড়, তারপর কুরআন পড়, তারপর কুরআনের অনুবাদ পড় যাতে তোমরা জানতে পার যে, আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমে কি বলেছেন। এরপর যা কিছু বলেছেন সেগুলি পালন কর। কুরআন শরীফ পড়ার জন্য কায়দা হল একটি প্রশিক্ষন স্বরূপ, যাতে কায়দা পড়া আয়ত্ব হলে তোমরা ভালভাবে কুরআন করীম পড়তে পার আর ভালভাবে আল্লাহ্ তা'লার কথা বুঝতে পার।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, হুযুর যুবককালে কোন খেলা খেলতেন?

হুযুর আনোয়ার বলেন: ক্রিকেট এবং ব্যাডমিন্টন খেলে এসেছি। এই দুটি খেলায় খেলেছি।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, কেউ নামায পড়লে তার সামনে দিয়ে যাওয়ার অনুমতি নেই কেন?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: যাতে নামাযীর মনোযোগে ব্যাঘাত না ঘটে আর এটি শিষ্টাচারও বটে। এই কারণে নির্দেশ রয়েছে অপেক্ষা কর কিম্বা দুই সিজদার স্থানের ব্যবধান রেখে পেরিয়ে যাও।

একটি বাচ্চা প্রশ্ন করে, কোন বয়সে মোবাইল ফোন ব্যবহার করা যায়?

এর উত্তরে হুযুর আনোয়ার বলেন: তোমাদের পিতামাতা যখন অনুমতি দেন এবং তারা তোমাকে মোবাইল

শেষাংশ আটের পাতায়....

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of the Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir.